চিত্র ও চিত্ত

(গাথা-কাব্য)

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

মূল্য এক টাকা

প্রকাশক—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

১৫ রায়বাগান ষ্ট্রীট
রতি প্রেস হইতে
শ্রীনীরদচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট সমস্ত গাথাগুলিই পরিচারিকা, মানসী, মালঞ্চ, ভারতবর্ষ, মর্ম্মবাণী, পুষ্পপাত্র, আর্য্যাবর্ত্ত, বিজয়া, শিল্প ও সাহিত্য, মানসী ও মর্ম্মবাণী, মাসিক বসুমতী, বিচিত্রা, গল্পাঞ্জলি, মাতৃ-মন্দির প্রভৃতি মাসিকপত্রে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে আমার মনে হয়, এ শ্রেণীর কবিতার গীতি-কবিতার সহিত একত্র স্থান, শোভন নয়, তাই স্বতন্ত্র গ্রন্থে ইহাদের স্থান নির্দ্দেশ করিলাম।

এই কাব্যের প্রচ্ছদপদের পরিকল্পনা করিয়াছেন আমার আকৈশোর বন্ধু বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন। ইহার নিকট ঋণস্বীকার করিয়া ধন্যবাদ দিতে যাওয়া নিতান্তই হাস্যকর মনে হইতেছে, তাই সে চেষ্টা করিলাম না। বন্ধু আমায় অকৃতজ্ঞই মনে করুন। ইতি—সন ১৩৩৮ সাল ২৩শে কার্ত্তিক—

৪৫।১এ বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীশ্রী৺শ্যামাপূজা
৮ই নভেম্বর, ১৯৩১

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচী

পরমকল্যাণীয়—

শ্রীমান্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দীর্ঘায়ুষ্মৎস্ব—

চিত্র ও চিত্ত

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা

(বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা হইতে)

শ্রাবস্তী মহানগরীর প্রতি দুয়ারে দুয়ারে কাশ্যপ
সারা দিনমান্ ফিরিছেন ডাকি সহি নিদারুণ তৃষাতপ—
"অভিমানহীন কাহার হৃদয়, কে দিবে ভিক্ষা মোরে আজ ?
মাগে ভগবান্—শ্রেষ্ঠ বস্তু, যার যাহা আছে মহীমাঝ !"

পড়িল তুমুল কল-কোলাহল, জনপদ জুড়ি কালো ছায়া—
শ্রেষ্ঠ বস্তু কার কি যে আছে, কার' পরে তার কত মায়া !
নিরূপিতে গিয়া, দেখিল সবাই যার যাহা আছে তাই তার
শ্রেষ্ঠ, নহিলে চলে না মোটেই—বড় একান্ত আপনার।
কি-দিয়া কি-রাখে এই সমস্যা সমাধানে রত গৃহীগণ
তণ্ডুলকণা হ'তে কোষার্থ সবেতেই সম-প্রয়োজন !

নৃপ দিল এক শ্রেষ্ঠ হস্তী রতনমালায় বিভূষিয়া
প্রত্যাখ্যানি শ্রমণ সে দান, চলি গেল মুখ ফিরাইয়া !
তীব্র পুঞ্জ-অপমান-সম দাঁড়ায়ে রহিল করি-বর
রবিকররেখা ঠিকরি রতনে ছুঁড়ে বিদ্রূপ খরতর।

চিত্র ও চিত্ত

ভাবি মনে মনে—দেখি জগতের এ-শোভা-রাজ্য অভিনব
ভিক্ষুর মন মোহিবে, নিবে সে আমার এ সেরা বৈভব—
শ্রেষ্ঠি সার্থবাহেরা আনিল নানা দেশানীত সম্ভার,
বসন ভূষণ পাত্র অজিন শিল্প চিত্র কারু আর।
বাঁকায়ে গ্রীবাটি বাম করে ঠেলি চলিল শ্রমণ গান গেয়ে—
দেশ-দেশান্ত-আনীত লজ্জা দেখিছে বণিক্ চেয়ে চেয়ে।

মড়কের মত প্রতি ঘরে ঘরে নিমেষে জাগিল কল্লোল
কি চায় ভিক্ষু, কি যে দিতে হবে, পড়িল নগরে মহা রোল!
থালে থালে ভরি সব সম্পদ নিঃশেষ করি কোষ তার
নিয়ে এল ধনী প্রচুর অর্থ মণি কাঞ্চন ভারে ভার।
কত পুরুষের সঞ্চিত এ যে প্রাণাধিক প্রিয় এই ধন
বারেক ফিরেও চাহিল না, ওগো, কেমন ভিখারী এই জন!

শ্রান্ত তপন ডাকিছে তখন অস্তপারের পাটনীরে
শেষ খেয়াখানি রাঙিয়া তুলিছে তিমির-তীরের তরণী এ!
ব্যর্থ শ্রমণ উপজিল আসি নগরোপান্ত বনমূলে
দূরে দূরে পিছে আসে নর-নারী বিস্মিত সব কায ভুলে!

পথিপাশে এক নিম্ব বিটপী, দেখিল শ্রমণ তারি তলে
শয়ান একটি কুষ্ঠিনী, শুধু গলিত মাংসে আঁখি জ্বলে!
তীব্র কুষ্ঠে কি পূতি গন্ধ! গরলজারিত বহু দূর—
মাঝে মাঝে আসি লোলুপ শৃগাল লেহিছে সে দেহ রোগাতুর!

শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা

নাহিক শক্তি নাড়িতে অঙ্গ, কহিল শ্রমণে সকাতরে—
"বাঁচায়ে রেখেছি এ-কটি অন্ন, নিয়ে যাবে কিগো দয়া করে ?"
কম্পিত করে দিল ভিক্ষুরে, সে ক'টি অন্ন যথাবিধি
উল্লাসে নাচি কহিল ভিক্ষু "পেয়েছি এবার মহানিধি !"

তপন তখনি ডুবিল সাগরে লাল মেঘালীর পরপারে
উদ্গাত জলবিন্দুনিচয় ফলিল গগনে তারাকারে !

শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাস

(বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা হইতে)

একদা কপিলবাস্তু নগরের ন্যগ্রোধ-আরামে
উপজিল নৃপ নন্দ ভগবান বুদ্ধে নতি-কামে !
প্রসন্ন সুগত, নন্দে কহিলেন সাদর বচনে—
"পুণ্য যদি চাহ বৎস্য, ভোগ রাগ বিলাস ব্যসনে
ত্যজি, লহ' বৈরাগ্যের বৈজয়ন্তী চীবর-কেতন
জগতের কল্যাণেতে ক'রে দাও আত্মনিবেদন ।"
আকর্ণ-আরক্ত-গণ্ড নিবেদিল নন্দ করযোড়ে—
"প্রব্রজ্যায় নাহি বাঞ্ছা, ক্ষমা কর প্রভু এবে মোরে ।"

পূর্ণ এক বর্ষ পরে নানা দেশ ঘুরিতে ঘুরিতে
পুন প্রভু আসিলেন নন্দ মহারাজের পুরীতে ।
স্তবচ্ছন্দে বন্দি' পদ নন্দ অভিনন্দিয়া সুগতে—
পদব্রজে পিছে পিছে চলিতে লাগিল রাজপথে,
আশ্রমে পুরোপকণ্ঠে পৌঁছি দিতে বুদ্ধ ভগবানে
সুবিনীত, লক্ষ্যহীন নগরের মহোৎসব পানে !
পৌঁছায়ে সুগতে সঙ্ঘে, নন্দ যবে মাগিল বিদায়
নিবারিয়া ভগবান, বসিতে কহিলা ইসারায় ।

"এত কেন ত্বরা বৎস, সংসার কি এতই সুখের ?
দেখিছ' না জরা মৃত্যু হাহাকার, আকর দুখের ?
সম্পদ সে ইন্দ্রধনু ! এ যৌবন-পর্ব্ব-বিধু চলে
প্রতিপদে তিলে তিলে জরসী অমার মুখবলে !
সর্ব্ব শেষ আছে মৃত্যু—ফেলে যেতে হয় সব যত—
সুখশ্রী ভঙ্গুর ভবে, বারাঙ্গনা-ভ্রূভঙ্গের মত !
সম্পদ, স্বজন, প্রিয়া, ভোগবাঞ্ছা যত দিন প্রাণ,
দেহান্তে বিলীন সব ! শুধু এক বৈরাগ্যই ত্রাণ !"

নন্দের প্রবণ চিত্ত দোলাকুল সন্দেহ-দোলায়
সুমন্দ-মারুত-মৃদু-আন্দোলিত লতিকার প্রায় !
প্রাণ মন সর্ব্ব-অঙ্গ যে মন্দিরে বন্দী ও বন্দারু
গুঞ্জরিছে সুন্দরীর চুম্বি' মুখ-মকরন্দ-চারু—
যাহার বিরহে দেহ ভেঙ্গে পড়ে মৃত্যু-যাতনায়—
তার তরে লজ্জা কেন বচনের রচে অন্তরায় ?
কহিল রাজেন্দ্র শেষে—"গৃহই আমার প্রিয়, প্রভু,
ভাল হোক্ মন্দ হোক্, প্রব্রজ্যায় ইচ্ছা নাহি তবু ।"

না ছাড়িয়া তবু বুদ্ধ দানিলেন বহু উপদেশ
একান্ত সে অনুরোধ এড়াইতে নারিল নরেশ ।
প্রব্রজিত হ'ল নন্দ । পরিধানে কাষায় বসন
পাত্র-পাণি, বনবাসী, মনোদুঃখে স্তম্ভিত বচন ।

চিত্র ও চিত্ত

প্রিয়ার চিন্তায় ধ্যানে যাপে দিন মর্ম্মদাহী ছলে
তিতে বক্ষ নিরন্তর বেদনার তপ্ত আঁখিজলে !
পূর্ণ হ'ল এক মাস। জাগে নন্দ প্রিয়াস্মৃতি নিয়া
বিনিদ্র নিশায় হেরে তন্দ্রাপথ কান্তা আগুলিয়া।

দিন দিন পাণ্ডুরুচি প্রিয়া-হারা (নহে বোধিধ্যানে)
দেখিয়া নন্দেরে প্রভু পুছিলা ডাকিয়া কাছ-পানে,
এ ব্রত পরম ধর্ম্মে মনঃস্থির হইয়াছে কি না !
উত্তরিল অধীর নৃপতি—"মরিতেছি প্রিয়া বিনা !
ফিরাইয়া লহ'দেব, এ নিষ্ঠুর করুণা তোমার,
যেতে দাও গৃহে মোরে, কিম্বা দাও সঙ্গ দয়িতার !
এ বৈরাগ্য-দীক্ষা যে গো হত্যা সম নিষ্ঠুর ভয়াল,
কুটিল হিংসার মত, স্বার্থসম সুনীচ, দয়াল !"

কাটিল আরেক মাস। অপরাহ্ণ। বহে মন্দানিল—
নিঃসঙ্গ বসিয়া নন্দ। ঊর্দ্ধে শান্ত অম্বর সুনীল।
আঁকিয়া কান্তার চিত্র গলিত গৈরিকে শিলাতলে
মণ্ডি' মনোমাধুরীতে কল্পনায় মিলনের ছলে,
কহিল তন্ময় নন্দ—"সত্য প্রিয়ে, এই মিথ্যাচার !
আমার সন্ন্যাস চেয়ে মিথ্যা ভবে কিছু নাই আর !
এ চীবর রক্ত বর্ণ, তব প্রেম-রাগ-মঞ্জিমায়,
কাটি দিন ছদ্মবেশে, বাঁচি শুধু তোমারি চিন্তায়।"

অদূরে শুনিতেছিল কয় জন ভিক্ষু এ প্রলাপ
প্রভুর গোচরে আসি ক'হ' দিল শ্রমণের পাপ!
সহসা উদ্দীপ্ত হ'ল সুগতের বদন-মণ্ডল,
পুলকে স্পন্দিল নেত্র, উপজিল চরণ-চঞ্চল।
গম্ভীর আননে প্রভু ভর্ৎসিলেন নন্দ নরনাথে—
"উন্মত্ত হ'লে কি নন্দ? বিসর্জ্জিলে লজ্জা ধর্ম্মসাথে?
অস্থি চর্ম্ম রক্ত মাংসে গড়া' এই কুশ্রী দেহতরে
দলিছ চরণে এ কি জ্যোতির্ম্ময় অমর সুন্দরে?"

কহিল অধীর নন্দ, সুন্দরীর বিরহের ভারে—
"ক্ষমা কর' হে ঠাকুর, রূপহীনা বলো না তাহারে!
কন্দর্প-কার্ম্মুকলতা, অনিন্দ্যা, সুন্দরী, সুলোচনী,
কুন্দস্মিতা সে যে অনুপমা—নিবিড় স্তবক-স্তনী;
সুললিত লোল ভ্রূলতার সাবলীল লাস্যে যার
বিশ্ব করে জয়, যার অনবদ্য বদন-শোভার
পরিমাণ-পরিমাপে শোভাকর হের চন্দ্রম য়—
তুলাদণ্ডে ঊর্দ্ধে অধিরূঢ় আপনার লঘুতায়!

"আমার বিহনে সে যে বিরহিণী চক্রবাকী হেন
চেয়ে আছে নিরুদ্দিষ্ট অন্ধকার দিগন্তরে যেন!
বিদায়-প্রারম্ভে তার সকাতর মৌন দৃষ্টিখানি
উপাড়িতে নারি আজো, শল্যসম বক্ষে আছে হানি!

চিত্র ও চিত্ত

“মণি রত্ন গজ বাজি রাজ্য সৌধ আমার সকল—
দয়িতা-পরশমণি—ইহলক্ষ্মী সে বিনে বিফল !
প্রিয়াই আমার সুখ, ধ্যান, পূজা, সব সেই মম—
দিগ্বিদিকে দেখি তাই—তারি কথা, তারি লিপি সম !”

ধীরে ধীরে কহিলা সুগত—“বৎস্য মোর, এ যে ভ্রম !
অকল্যাণ-মিত্র-মোহে ত্যজিবি কি কল্যাণ পরম ?
রমণীয় কিছু নাই ভবে। মানবের অনুরাগ,
আর এই চিরন্তন কামনা ও প্রার্থনার ফাগ
লাগে যার গায় (হোক্ সে কুৎসিত যত এই ভবে)
তারেই সুন্দর করে, প্রিয় করে মাধুর্য্য-গৌরবে !
মুছে ফেল’ এ স্নেহ-কলঙ্ক, ছিঁড়ে দেখ মায়া-ডোর—
কি কুৎসিত বীভৎস সংসার দিয়াছ যাহারে ক্রোড় !”

“দয়ার দেবতা যে গো করুণার তুমি অবতার—
এ কি বাণী তব মুখে, এ কেমন তব ব্যবহার ?
ক্ষুদ্র নর আমি ভবে, বুঝি ও গো ক্ষুদ্রতর কথা—
সেই শ্রেষ্ঠ স্বর্গ তার, যার তরে বাজে যার ব্যথা !
সন্তুষ্ট যে যেথা থাকে, থাকিবারে দাও তারে সেথা !
পথিক সে নিজে খুঁজে লয় সুপথ তাহার যেথা।
আমি যারে ভালবাসি সে আমার স্বর্গ মোক্ষ সব—
আমারে যে ভালবাসে, সে আমার পরম বৈভব !”

"জনক ও জননীর যুগ্ম প্রেম প্রীতি-রসায়নে
জন্মারম্ভ গর্ভে যার ; বাৎসল্যের স্তন্যে ও চুম্বনে
নিয়ত বাড়িল যাহা ; বল্লভীর বাহুবল্লী যারে
একান্ত আগ্রহে ঘিরি রাখিয়াছে আলোঅন্ধকারে—
সে কি পারে বিসর্জ্জিতে জন্মাগত প্রীতি ভালবাসা ?
পশুও পারে না যাহা, মানুষে তা' কর' তুমি আশা ?
কৃমি কীট জন্মে যথা, থাকে তারা সেথায় হরষে
বাঁচে না কখনো তারা প্রাসাদের বিলাস-আলসে !"

এতেক কহিয়া নন্দ উন্মাদের মতন অধীর
বুদ্ধ-পদে রাখি চীর, সসম্ভ্রমে আনমিল শির।
পরি নিজ পূর্ব্ব বেশ চকিতে ছুটিল নরপতি
জনপদ পথ ধরি, আপনার মনোরথ-গতি।
"প্রেমই বৈরাগ্য শ্রেষ্ঠ" কহিলেন প্রভু পুলকিত—
"প্রিয় সেবা তোষে যাহা মহানন্দে হয় উপচিত,
মানবের মন-গোমুখীতে ; এ প্রেমে যে আত্মহারা
কৌপীন তাহার মিথ্যা, সন্ন্যাসে সে সকলের বাড়া !"

ফারদুশী

একদা কি এক খেয়ালের বশে মদিরা-রঙীন আঁখি,
কহিল বাদ্‌শা গজ্‌নি নগরে কবিরে সভায় ডাকি—
"হে কবি তোমার দৈন্যে, আমার লজ্জায় নতমুখ,
ইরানের তুমি প্রিয় বুল্‌বুল্‌—তোমার সাজে কি দুখ ?
রমণ-রমণী যেথা তব গান রাখিয়াছে নিশি দিন
চুম্বন সম নিয়ত অধরে—সেথা তুমি দীন-হীন ?
শুনাও আমারে নব নব গীত, দাও রসে প্রাণ ভরি !
হিসাব করিয়া প্রতি শ্লোকে দিব দিনার একটি করি !
কেমনে জানাব' কে সে সুন্দরী লুকায়ে তোমার গানে—
চিনি না, কিন্তু ওড়নাটি তার ছুঁয়ে যায় মোর প্রাণে !"
মণি-কুট্টিমে বসি আজি কবি গর্ব্বে ফুলিছে বুক
জল-ভরা আঁখে, পুলকিত চিত স্তুতি প্রদীপ্ত মুখ।

"ভারত-বিজয়ী আমি যে মামুদ মুগ্ধ তোমার কাছে
হেন দুর্জ্জয়ে বন্দী করার মন্ত্র তোমার আছে !
অসি—সে আজিকে মসীর চরণে নিবেদি' শক্তি ভার
মাগে পরাজয়—চিত্ত-বিজয়ে অক্ষমতায় তার।
বন্ধু, তোমার কাব্য-মদিরা কোন্‌ সিরাজের চুরি ?
কোথা পেলে এত শোভা রস রূপ কোথা সে যাদুর পুরী ?
গাও, গাও, কবি, ল'য়ে চল' মোরে সুদূর সে পরী-পুরে
ভিড়াও আমার বিত্ত-নিহিত চিত্ত গানের সুরে !"

মাথা তুলি কবি—স্বপ্নের শেষে চমকিয়া উঠে যেন
সন্নত দেহে করে কুর্নিশ রাজ-সম্মানে হেন।
হর্ম্ম্য-মালার কক্ষ-নিচয় করিয়া প্রকম্পিত
হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হইল বাদ্‌শার জয় গীত!

শ্রোতা আর খ্যাতি ভিন্ন কবির জীবনে কাম্য কিবা?
তাই ত' কবিরা কমলারে ত্যজি বাণী পূজে নিশি দিবা!
লক্ষ্মীর দেওয়া রতন-কণ্ঠী নিষ্প্রভ যবে হবে
সরস্বতীর একটি দূর্ব্বা তখনো তাজাই রবে।
ফিরি গ্রামে কবি ফার্‌দুশী-তুষী আরো জয়-প্রেরণায়
ষষ্ঠিহাজার শ্লোকে "শাহনামা" রচিল বিরাট কায়।
দুরু দুরু করে বক্ষ সরমে পুলকে গর্ব্বভারে
লয়ে চলে কবি গীত-সওগাদ বাদ্‌শার দরবারে!

সুদুর্লঙ্ঘ্য গিরি নদী কত বনভূমি পথহীন
রৌদ্র-তপ্ত মরু বালুরাশি দিগন্তসীমালীন;
উতরি চলিল ফার্‌দুশী কবি ভ্রূক্ষেপ নাহি তা'য়
হিম-কণ্টক প্রাণ-সঙ্কট পথে খর দ্রুত পা'য়।
যদিও কবির দেহখানি দূরে, মনটি কিন্তু তার
খ্যাতির প্রণামী কুড়াতে ব্যস্ত পৌছিয়া দরবার।

গজ্‌নী শহরে উপজিল কবি; পড়ে গেল কোলাহল
সব কাজ ফেলি নাগরিকগণ ভরি দিল সভাতল।
নাহিক কোথাও এতটুকু ঠাঁই লোকে লোকে ঠেসাঠেসি
ধীরে ফেলে শ্বাস মৌন জনতা—গোল হয় পাছে বেশী!

চিত্র ও চিত্ত

নৃপ-সম্মুখে উচ্চ মঞ্চে দাঁড়াইয়া কবিবর
পড়ে সুর করি কাব্য তাহার, ভাব-কম্পিত স্বর !
শুনিছে বাদ্‌শা নীরব অটল—মুখে নাই তাঁর ছাপ
কুণ্ঠা-বিহীন প্রাণের প্রীতির, কাব্যের যাহা মাপ।
যেখানে মূর্ত্ত ভাব ও ছন্দ আখরের পূত পীঠে,
কবি যেটি ভাবে রচনার সেরা, সবারি লাগিবে মিঠে,
পড়ি সেই ঠাঁই—চেয়ে দেখে কবি বাদ্‌শার মুখপানে
গভীর-চিন্তা-বিমনা বাদ্‌শা, পশেনিক' তাঁর কানে।

বাদ্‌শা ভিন্ন সোল্লাসে সবে গাইল কবির জয়—
হেন অনাদর অপমান কবি কেমন করিয়া সয় ?
তবু পড়ে কবি শেষ করিবারে—লাজে দুখে ম্রিয়মান
চায় মাঝে মাঝে বাদ্‌শার মুখে, বেসুরা করিয়া গান !

ভাবে কবি—'কেন বিরূপ আজিকে বাদ্‌শা আমার প্রতি,
কই আনন্দ, সেই সাধুবাদ, সে দিনের সেই মতি ?
ছুটে গেছে বুঝি নেশা আজ তাই সাঙ্গ সে অভিনয়
হৃদয়-দেবের হিন্দোলা-শেষ—ঝরে গেছে ফাগ্‌চয় !
মানস-দেয়ালী নিশায় ক্ষণিক খুলেছিল যেই দ্বার
বুঝি বা সেথায় লৌহ-কবাট পড়েছে পুনর্ব্বার !

'দিয়ে অর্থের প্রলোভন মোরে, ভাবিছে কি নৃপ তবে
আমাকেও ক্রীত গীত-বরদার—বাঁদা বাঁদী যথা সবে ?

'কিম্বা আমার কাব্যের দাম কষিছে পণ্য সম
দিনারের দরে কেনা যায় কিনা হইয়া বিজ্ঞতম ?
কোন' অপরাধ করি নি ত' কারো—কোথাও পাতি নি' হাত,
বিপুল দৈন্য বহিতেছি শিরে গৌরবে দিন রাত !

'নিজে গান গাই, থাকি দূরে দূরে, ধনের ধারি না ধার,
সহৃদয় জনে শুনাইয়া গান ভুঞ্জি সুখের সার।
কেন তবে মোরে করিয়া আদর, দেখায়ে অর্থ-লোভ,
করিলে হে রাজা, হেন অপমান, কেমনে যায় এ ক্ষোভ ?

'ধনীর করুণা, বিলাসীর প্রেম, কাব্য ও অরসিকে—
অনুভূতি-হীন তীক্ষ্ণ কামনা ঘোষিতে দম্ভটিকে !
চাহিনাক' আমি দিনার তোমার মন দিয়ে শুধু শোন'
দৈন্য আমার জীবনের মিতা ব্যথা দেয় না সে কোনো !'

ভাবিতে কবির হৃদয়ে বাজিল গভীর হেলার ব্যথা
বুঝিল না কেউ কবির চিতের গোপন মরম-কথা !
শত করতালি মাঝে কোনমতে পাঠ-শেষ করি কবি
বসিল আসনে অবনত শিরে—নিশ্চল যেন ছবি !

অপ্রসন্ন মুখভঙ্গীতে দিল নৃপ এ আদেশ
"যত শ্লোক তত দিরহাম দাও, হোক্ আজি সভা শেষ !"

চিত্র ও চিত্ত

ঘুচিল কবির সন্দেহ, কেন ছিল নৃপ মুখভার—
কাব্যের চেয়ে স্বর্ণের দাম ঢের বেশী বাদ্‌শার!
যদিও বাদ্‌শা লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা করেন দান
ভেবেছিল কবি, ফিরায়ে দিয়া তা' রাখিবে 'কবি'র মান!
তা কোথা? এ যে গো আরো অপমান দিরহাম দিতে বলি!
সেই সন্ধ্যার আঁধারে লুকায়ে এল কবি গ্রামে চলি।

ব্যথা-জর্জ্জর পথ-শ্রান্ত ফিরি আসি কবি ঘরে
জ্বর-প্রতপ্ত অনাদৃত দেহ সঁপিল কন্যা-করে।
বাদ্‌শা-দত্ত দিরহাম কবি অবমান করি জ্ঞান—
ফেলে চলে গেছে, শুনি নৃপ প্রাতে প্রেরিল স্বীকৃত দান

উষ্ট্র-পৃষ্ঠে পৌছিল যবে মামুদের সওগাদ,
তুষের তোরণে গর্জ্জিল যবে বাদ্‌শার জয়নাদ,
তখন কবির অপমানাহত হৃদয়ের ক্ষত ধারে
জীবন-শোনিত ঝরিয়া ঝরিয়া নিঃশেষ একেবারে!
পূরিল কবির অন্তিম সাধ না-লওয়া রাজার দান—
কবির দৈন্যে রাজার মুকুট-দীপ্তি হইল ম্লান!

যবন হরিদাস

ক্রুদ্ধ বাদশা—যবে হরিদাস হইয়া মুসল্‌মান
কাফের হিন্দু-ধর্ম্মে সাদরে করিল আত্মদান!
গোলামের জাতি ঘৃণিত হিন্দু, তাদের আবার ধর্ম্ম
তাই কি না পুন করিবে বরণ, মুসলমানের এ কর্ম্ম

ডাকিয়া বাদ্‌শা মূঢ় হরিদাসে দিল এ সদুপদেশ
"এখনও ছাড় দুর্ম্মতি হেন, ঘুচাও কাফের-বেশ!
নহিলে তোমায় দুর্গতি বহু সহিতে হইবে, শুন—
মুসল্‌মানের পুণ্য ধর্ম্মে শরণ লও গে পুন।

"অভাব তোমার ঘুচাইব আমি, রাখ' আমাদের মান
বাদ্‌শার জাতি গৌরবে কেন কর' মিছে অবমান?"
কহে ধীরে ধীরে সাধু হরিদাস—"ক্ষমা কর' মোরে প্রভু,
অমৃতের স্বাদ পেয়েছি হেথায়, ছাড়িতে নারিব কভু!

"তুমি কি বুঝিবে অভাব আমার, আমি চাই ধন কি যে?
কোন' বাদশার কোষে তাহা নাই, তুমিও জান না নিজে।
এক কণা যদি পাও তুমি তার, সব সেরা ধনী হবে
দীন দুনিয়ার বাদ্‌শাহী গদী চরণে ঠেলিবে তবে!"

চিত্র ও চিত্ত

শুনিয়া বাদ্‌শা অজ্ঞান ক্রোধে আদেশিল দাসগণে
"বাইশ বাজারে প্রহারে প্রহারে শিক্ষা দাও এ জনে!
মারিতে মারিতে হয় যেন শেষ বাতুলের হরি-ভজা
দেখুক্ সকলে হিন্দু হওয়ার কেমন বিষম মজা!"

বাদ্‌শা-আজ্ঞা রক্ষা-কল্পে ছুটিল হাজার দাস
শ্রোতৃবৃন্দ চমকি উঠিল, পাইয়া বিষম ত্রাস।
জল্লাদ সেও পালিতে আদেশ ফেলিল দীর্ঘশ্বাস
মৃত্যু-দণ্ডে অটল কিন্তু নির্ভীক হরিদাস।

প্রহার দেখিয়া মুছে আঁখি-নীর শত্রু মিত্র সবে
হরিদাস করে হরিনাম যেন পরম মহোৎসবে
ধরণীর ধূলা রক্তেতে কাদা, জলভরা চোখে হরি
পীড়কের তরে মার্জ্জনা মাগে হাত দু'টি যোড় করি!

গুরু-শিষ্য

অজয় যেথায় আসি
জননী গঙ্গা-জীবনে শরণ লইয়া বাঁচিল হাসি—
যুক্ত-বেণীর সেই উপকূলে
ধেয়ান-নিরত অশথের মূলে
সৌম্য শান্ত কেশব ভারতী
আঁখি মেলি চাহি দেখে—
পদতলে তাঁর বসি করযোড়ে
কিশোর নিমাই ভাসে আঁখি-লোরে
সুন্দর তনু স্মর-সুকুমার—
তরুণ মূরতি এ কে ?
সে যে ভুলে গিয়ে সব ধ্যান
চাহিয়া রহিল নিমায়ের মুখে—ফিরিল না সে নয়ান।

"এ কি দেবতার ছল ?
পণ্ড করিতে আমার জীবন-সাধনার তপোবল ?
পুষ্প-পেলব এ চারু-বদনে
পাঠাইলা হরি কিশোর-মদনে ?—
একি হলো ? বুক ভরিয়া উঠে যে
ফিরেনাক' আঁখি আর !

একি আনন্দ, পুলক-তাড়িত,*
একি তবে মোর চির-আরাধিত ?
সেই বটে ওগো এ নহে ছলনা—
একি রূপ ছলিবার ?
মোর সকল সাধনা-ধ্যান
সার্থক করি দিতে আসিয়াছে—ইথে আর নাহি আন্ !"

ধরি ভারতীর পদ—
কহিল নিমাই, সুমধুর স্বরে প্রেমভাব গদগদ,—
"হে ধ্যানী মহান্ আসিয়াছি আমি
শিষ্য হইতে তোমার, হে স্বামী,
দাও হে শিক্ষা, দাও হে দীক্ষা
হরিনাম মহাগান !
সুদূর নদীয়া নগর হইতে
এসেছি গো আমি দীক্ষা লইতে
দাও মোরে দেব সন্ধান সেই
লভিতে শ্রেষ্ঠ দান !
প্রভু আমি অতি অভাজন—
কর' কৃপা, দাও সে বীজমন্ত্র মৃত্যু-সঞ্জীবন !"

"এসেছ' মন্ত্র নিতে ?
এ কি মোহ ঘোর ঘনায়ে উঠিল এ সন্ন্যাসীর চিতে ?

সব জপতপ বিসরিনু এ কি !
কে তুমি কিশোর তব মুখ দেখি,
দাও পরিচয়, ওরে মায়া-দূত,
সুন্দর সুতরুণ !
তাপস-হৃদয় বিরোধ ঘর্ষে
ফেনায়ে উঠিল অসীম হর্ষে,
তোমার সঙ্গ লাগি এ পিয়াসা
কেন জাগে সকরুণ ?
ও গো দাও মোরে পরিচয়—
ছলিয়া আমায় কি লাভ তোমার হবে ও গো মহাশয় ?"

চরণে লুটায়ে পড়ি
উত্তরে গোরা—"কর' প্রত্যয়, হে ঠাকুর দয়া করি !"
কহিল ভারতী—"সাধনার পথে
অনেক বিঘ্ন—তুমি কোন' মতে—
নারিবে চলিতে—বড় কণ্টক,
ঋষিরাও পড়ে পাছে—
তুমি তো বালক নবীন বয়স
হৃদয় তোমার প্রবণ অলস,
কেন এ মার্গ-চ্যুত হয়ে শেষে—
খোয়াবে যে সুখ আছে ?
তুমি এখন' চপল মতি—
পাকিলে বুদ্ধি বুঝিবে তখন—মোর কথা ঠিক অতি ।"

চরণ ছাড়ে না তবু
কাঁদিয়া ভাসায়, মুখে বলে—"তবে ছাড়িব না পদ কভু।"

* * *

মুণ্ডিত শিরে কৌপীন-ডোরে
পসারি দু'বাহু ডাকে "আয় ওরে
কে কোথা আছিস্ শুচি কি অশুচি
শুনা রে হরির নাম!
জীবে দয়া আর সেবা নামে রুচি,
হরি-ভজা শুচি, অ-ভজা অশুচি,
নাহি কোন' ভেদ দ্বিজ-চণ্ডালে—"
এই সমন্বয়ের সাম
গোরার কণ্ঠ-স্বরে—
সর্ব্বত্যাগী প্রেমের ধর্ম্ম ধ্বনিল জগত জুড়ে!

সারাটি নদীয়াবাসী
এসেছিল যারা ফিরাতে নিমায়ে, ফুটাতে শচীর হাসি,
ভুলে গেল সবে এসেছিল কেন
ইন্দ্রজালের মোহে তারা যেন
ছুটিল গোরার পিছু পিছু গেয়ে
হরিনাম, হরিগান!—

দেখিল ভারতী প্রেমই ধর্ম্ম
সে সাধনা নহে একার কর্ম্ম—
নাহি ভেদ বাধা নাহি অভিমান
বিশ্বের ভগবান !
ওগো তাই বুঝি কয় গোরা—
তরুসম হও, শুধু হরি কও, তৃণ হ'তে নীচ মোরা !

কেশব ভারতী ভাবে—
নব প্রেমিকের এ নব ছলনা ডুবাতে আমারে পাপে !
কোথায় পাইব আমি ও-চরণ
তা' না দিয়ে তুমি করিলে বরণ
গুরু-পদে মোরে ? ওহে নারায়ণ,
এ কি খেলা, প্রাণসখা ?
আমার সকল সাধনা-গর্ব্ব
অশ্রু-পাথারে করিলে খর্ব্ব
জগৎগুরুর্ গুরু করে' মোরে
দিলে বড় লাজ ব্যথা !
তাই গৌর যেথায় নাচে—
লুটায়ে সে রজে গুরুর হৃদয় পুলকে শিহরি বাঁচে।

পণ-অভিশাপ

পনের বছর হইল যখন স্নেহর বয়ঃক্রম
ভেঙ্গে গেল সব আশার স্বপন ভেঙ্গে গেল সব ভ্রম !
আর তো কন্যা রাখিলে চলে না—অরক্ষনীয়া কন্যা—
যা' করেই হোক বিয়ে দিতে হবে, নৈলে জাত যে র'নুনা !
উচ্চ শ্রেণীর কুলীন পাত্র, আর সৎকুলজাত—
বর খোঁজে পিতা—আর যেন পায় দু'বেলা দু'মুঠা ভাতও
নাহি আপাতত পিতার বাঞ্ছা সুতারে করিতে রাণী—
তবু সব ঠাঁই ফিরে নিষ্ফল, কপালে আঘাত হানি !

এদিকে সমাজ লোক দেশাচার তাগাদা করিয়া নিত্য
বিত্ত-সহায়-বিহীন পিতার মথন করিছে চিত্ত।
সে যে দরিদ্র তাহাতে আবার কন্যার পিতা বলি
ঘৃণা উপেক্ষা গালি-জর্জ্জর যথা যায় আসে চলি।
কিবা শিক্ষিত অশিক্ষিতও ছেলের গরীব বাপ
নাতোয়ান দেখি স্নেহর পিতায় দিতে ছাড়িল না চাপ !
ছেলের বাপেরা ভেবে বসে আছে ছেলের বিবাহ দিয়া
যা-হয় একটা করে নেবে কিছু বেয়ায়ে উদ্ধারিয়া।
কন্যার বাপ পথ পাবেনাক' যা চাবে তাহাই দিতে
কেননা সে হল কন্যার বাপ—এই অপরাধটিতে !

সমাজ তাহারে ছাড়িবে বা কেন ? মেয়ের বাপের মাথে
পতনোদ্যত দুলিছে শাস্তি রাক্ষসী সাজা হাতে !
প্রভাত হইতে সন্ধ্যা অবধি গরীব স্নেহর পিতা
পাগলের মত ঘুরে ঘরে ঘরে, শুনি সেই একইকথা !

নব বসন্ত এসেছে ভুবনে মহীর বাসক-সেজে
চূতকলিকার কনক কিরীট, সোণালি কিরণে মেজে !
চঞ্চল মধুমক্ষিকাকুল, চঞ্চরী সঞ্চরে—
পীত আর কালো চুমকি যেমন অঞ্চলে সন্তরে ।
নব পল্লবে মহীবল্লভ আসিল প্রিয়ার পাশে
শুধু তরুণতা প্রেম করুণতা জাগিল মিলন আশে !
আজি নবীনতা সবাই লভেছে, জীর্ণতা ফেলি দূরে
সেই জীর্ণতা পশিল একি এ স্নেহর পিতার পুরে ?
গত মধুমাস গিয়াছে যেন বা দশ বৎসর পুরা—
স্নেহর জনক হয়েছে এবার এমনি পুরাণো বুড়া
অথবা সে যেন খায় নাই কিছু আজ বহু দিন হ'তে
এমনি শীর্ণ হইয়া বৃদ্ধ ঘুরিতেছে পথে পথে !
শয়ান্ সমাজ অজগর অহি গরল-দিগ্ধ শ্বাস
মেলে মাঝে মাঝে ঢুলু ঢুলু আঁখি মেয়ের বাপের ত্রাস
হিন্দু-জীবনে এ যে গো কালিয় সুগভীর বিষহ্রদ
যথা যায় বুড়া দেখে সেই চোখ—সেই কুণ্ডল শ্লথ !

"আমি ব'ব মোট, ঠিক হয়ে গেছে! স্নেহর বিবাহ হলে—
বাড়ী বেচে দিব বিবাহ আর কি? এসেছি ও সব বলে'
কালই সকালে পাব টাকা, হবে কালই রেজেষ্টারী
পরশু নাগাদ দিন স্থির করে যাইব বেয়াই-বাড়ী!"

রংমশালের আলোকে যখন রাঙিয়া মেঘের পথ
দীর্ঘ দিবসে ছুটি দিয়া গেল রবির অস্তরথ,
মধুরজনীর বৈতালিকেরা ধরিল ঘুমের গান
ঝিল্লী-নূপুরে দখিণা-চামরে গীতবাস করি দান,
ফিরিয়া আলয়ে স্নেহর জনক পত্নীরে কন্ ডাকি—
"হরিশ বাবুর ছেলের সাথেই করে এনু পাকাপাকি!"
সুধাইল প্রিয়া—"কতয় হইল কও শুনি শেষ রফা!"
"ভয় নাই, তাও ভাবিয়াছি ঠিক আমাদের সারি দফা"—
জননী হৃদয়ে চমকিল এক শঙ্কা তড়িৎ-গতি
শিহরি কি এক গুরু আতঙ্কে, পুছে নারী দয়াবতী—
"বাছার আমার হবে না তো কোন কিছুর অকল্যাণ?
দায়-সারা করে সেরে যেন শেষে বধ'না মেয়ের প্রাণ!"
"না তা না গিন্নী, ভেবো না আমায় পিশাচ সমাজসম
নিজের মেয়েরে বধিতে নারিব, নহি হেন নিরমম।
পুত্র-কন্যা জামাতা এখন বাজারে বিক্রী হয়
প্রেমের আসনে হেমের শাসনে হয়ে গেছে বিনিময়!

"সমাজ দিয়াছে জ্যান্ত নরের রক্ত মাংস খেতে
বানায়ে দিয়াছে বিশাল কশাইখানা আমাদের জেতে।
ভ্রুকুটী হানিয়া আস্ফালি সদা খুব পটু নিতে জাতি
নাহি জানে ক্ষমা, না আছে হৃদয় নাহি জ্ঞান দিবা রাতি!
যাহার আদেশে চলিয়াছে এই ক্রয় বিক্রয় প্রথা
কাঙালের ঘরে কি হবে উপায় ভাবেনিক' সে এ কথা!"

সহসা নিশীথ গগন ছাইয়া মুছি বসন্ত-শ্রী
জ্বলিয়া উঠিল লেলিহ বহ্নি স্তম্ভিত দেবনৃ!
লক্ষ মানব-সঙ্ঘ-সেবিত সমাজ যে ভিক্ষুকে
পথে বসাইতে চেয়েছিল, তারে কন্যা রাখিল বুকে!
সার্থক-নামা স্নেহলতা বাপে নিজে প্রাণ বিনিময়ে
চিন্তা-মুক্ত করি চলি গেল, সব ব্যথা হরি লয়ে!
পুরুষের সব পৌরুষ বল অবমানি থুৎকারি,
কুলীনের মুখে লজ্জার কালি লেপিয়া ও ধিক্কারি
শক্তি-দৃপ্ত নারী-মহিমায় অগ্নিতে পশি বালা
লাঞ্ছিতাহত কণ্ঠে পরিল জয়-গৌরব-মালা!

বেসুর করিয়া মধুনিশীথিনী বেহাগ-বাহার যুত
"চোখ গেল" বলি ফুকারি উঠিল ব্যথিত বিহগ দূত!
দিক-রমণীর হৃদয়ে লুটিয়া ফিরিতে লাগিল ব্যথা—
"স্নেহ নাই, ভবে, স্নেহ নাই আর, পুড়ে গেল স্নেহলতা।"
উপাধান-তলে বাহিরিল চিঠি স্নেহর হাতের লেখা—
"প্রণাম জনক জননী আমার, হেথা এই শেষ দেখা।

মাথা রাখিবার শেষ-সম্বলও দিবে তুমি মোর তরে
আর আমি তাই দেখিয়া কেমনে যাইব শ্বশুর-ঘরে ?
রৌপ্য-ডালিতে বিকানোর আমি সহিব না অপমান
তাই শেষ গ্লানি-পাবকেরে আমি করিনু আত্মদান !
একে ত চলিছ কণ্টক-পথে দেখে বুক ফেটে যায়
এরো পরে কি গো এ নব আঘাত দিতে কভু প্রাণ চায় ?
তবু যদি মোরে যাইতে হইত করিতে শ্বশুর-ঘর
সে হতো আমার আমরণ মরা, নিবাস বহ্নি'পর ।
তোমার অশ্রু অভিশাপরূপে সব উৎসবে মিশে
মোর বিবাহিত জীবনে করিত তিক্ত দারুণ বিষে ।
কুমারীর মান রক্ষা করিতে, মুছিতে জাতির পাপ,
জ্বালিনু আগুন পুড়ে ছাই হোক—এই পণ-অভিশাপ !"

প্রতীক্ষা

দিক্ পরীগণ করে যেথা নিতি কেশ-বেশ-প্রসাধন
কিরণপুরীর দোলার তলায় মহীর রোমাঞ্চন
অস্ত-তপন যাহাদের পায় নিবেদিয়া অনুরাগ
ফুল হ'য়ে প্রাতে বিকশে নিত্য, হিমে থুয়ে প্রেম দাগ ;
শতধারে ছুটে নদীর হৃদয়ে যাহাদের স্বেদনীর
যে নীল আঁখির আওতাতে এই শ্যাম-লেখা সুগভীর ;
যেথায় ধরণী পত্রে পুষ্পে রচিয়া তিলক চারু
পুষ্প-আসবে মত্ত, বিহগ-ঝঙ্কৃত লতা দারু—
জলদ-বলভী গিরি পুরে হেন এক দিকে এক পাশে
আছে খান কয় পাতার কুটীর, কোলেরা সেথায় বাসে।

উঠানে তাদের মহুয়ার গাছ, ফলে ভরা তার তল
চড়িছে অদূরে পরিবার-প্রিয় গো-মহিষ-মেষ-দল ;
ঝাঁকড়া চুলের গোছাটি পিছনে দড়ি-বাঁধা পুরুষেরা
বসন-বয়ন-নিরত নারীরা সুতা কাটে লয়ে ঢেঁড়া।

আঙ্গিনা ছাড়িয়া যায়নিক আজ কোথা কোন নরনারী
আসিয়াছে রাজা শীকার করিতে তাম্বু পড়েছে তারি

চিত্র ও চিত্ত

দেখেনিক তারা এত লোকজন কাপড়ের হেন ঘর
শোনেনি কখনো মারণযন্ত্রে অমন বিরাট স্বর !
ভয়ে ভয়ে তাই শঙ্কামলিন পাণ্ডুর মুখে সবে
গাছের লতার ঝোঁপের ফাঁকেতে দেখিছে কি জানি হবে
শঙ্কিত নারী যায়নিক আজ ঝরনায় নিতে জল
মাথায় গাগরি কটি-কটি ধরি গানে ছেয়ে বনতল !
পুরুষেরা কেউ গুঁজেনিক ফুল বাঁধা কুঞ্চিত কেশে
বাজে নি মাদল, নাহিক শব্দ, কোলের কানন দেশে !
যায়নি বনকে কাল কাল ছোট কোলেদের ছেলেমেয়ে
চকিত আঁখির কুতুহলী দিঠি দেছে সারা তাঁবু ছেয়ে !
অকারণ ভয়ে যত নরনারী রুদ্ধ আপন ঘরে
শুধু গৃহে নাই মনিয়া পাগলি, বসে আছে পথ'পরে।

সে এক কাহিনী। হল আজ প্রায় অতীত বছর চার
মনিয়ার স্বামী শমরু গিয়াছে পাহাড়ের পরপার।
পাহাড়তলীতে বড় বড় কোঠা সেথা হ'তে দেখা যায়
শমরু প্রায়ই যেতো সেথা, কেউ রাখিতে নারিত তায় !
মনিয়া সে দিন থাকিত বিরস করিত পথ ও ঘর
না-ফেরা অবধি মনিয়ার কেউ শোনেনি কণ্ঠস্বর !
সমবয়সীরা করিত ঠাট্টা, গুরুজনে দিত গালি
অটল সে তাতে ঘর ছাড়ি পথে বসি র'ত চেয়ে খালি !

প্রতীক্ষা

ছিল কোলেদের এ উপনিবেশে মনিয়ার খ্যাতি প্রিয়
বচন-চাতুরী হেঁয়ালীতে গীতে নাচে সে অদ্বিতীয় !
বয়স মাত্র ষোলটী বছর তখনি হয়েছে বিয়ে
বিবাহ করিয়া ছিল সে যে মোটে দু'বছর স্বামী নিয়ে !
তারি পর সেই গিয়াছে শমরু আজিও ফিরেনি দেশ
মনিয়াও মুখ করেছে বন্ধ, পথ চেয়ে এক-বেশ !
ঘর-সংসার সকলি ছেড়েছে, ছাড়েনি কেবল পথ
যে-পথে গিয়াছে দয়িত তাহার—ফিরে পাবে মনোরথ !

কাঠফাটা রোদ, অঝোর বাদল, কন্‌কনে হিমগাওয়া—
একটী দিনের তরেও মনিয়া ছাড়েনি পথটি চাওয়া !
ধূলা জল রোদে পিঙ্গল চুল, কোটরনিলীন আঁখি
সুগোল দেহের কঙ্কালগুলি উঁকি মারে রূপে ঢাকি !
চিত্ত-সুখের অরুণ আভায় শাঁওল কান্তিখানি—
শীতে পড়'-পড়' পাতার মতন পতনেরে আহ্বানি !
বালকেরা তারে ডাকিত পাগ্‌লি তাই থেকে সবে তার
পাগ্‌লি আখ্যা দিয়ে ভুলে গেছে, তাহার গুণের ধার !
ধা ধং ধা ধং ধিয়া ধিয়া ধং এখনো মাদল বাজে
মনিয়ার কথা কারো মনে নাই—সে থাকে পথের মাঝে !
জ্ঞাতি বন্ধুরা দিয়ে যেত নিতি ভাত দু'টি রাখি পাশে—
কহিল তারাই আসি আজি সবে—রেতে যেন বাড়ী আসে।

"এসেছে কাহারা কেমন মানুষ, কি জানি কি আছে ভাগে
আবার আসিস্, করিস্ যা' খুশী, চলে যাক্ এরা আগে!
আনমনে নারী মাথাটি নাড়িয়া জানাল অস্বীকার
করুণ বারণ সাধাসাধি, সেই "না"-র কাজে চুর্মার!

রাজার আদেশে জ্বলিল না বাতি সে রাতি কোলের ঘরে
সকল শব্দ স্তম্ভিত হয়ে রহিল রাজার ডরে!
বনবিহঙ্গ জাগেনি তখনো, শুক্রতারাটি শুধু
আঙিনার পাটে নিরত যেমন একেলা বঙ্গবধূ!
তিমিররাণীর বসনাঞ্চল জড়িত হাজার পাকে
তরুলতাদের কাঁটায় খোঁচায়, শিশু যেন ধরে' মাকে!
যামিনী তখনো বিদায়ের ক্ষণে তন্ময় প্রেমাবেশে
রুদ্ধশ্বাসে চুম্বন-মূক প্রভাতের আশ্লেষে!
ধ্বনিয়া উঠিল বজ্র-আরাব সচকিয়া বনভূমি
আর্ত্তনিনাদে কাঁদিয়া উঠিল পাখীরা পক্ষ ধুনি!
বাহিরিল যত কোলের মরদ মুছিতে মুছিতে আঁখি
নারীরা সামালি ছেলেপিলেগুলি, দেখে আঙিনায় থাকি।
রাজার সহিত ছুটিল তাঁহার অনুচরগণ যত
দেখিল আসিয়া সে নহে হরিণী—মনিয়া হয়েছে হত!!

রুষিয়া উঠিল কোলেরা ভীষণ, তীরেতে বিঁধিব ক'য়—
নিবারিয়া এক বৃদ্ধা দিল এ মনিয়ার পরিচয়!

প্রতীক্ষা

"দয়িতের পথ করি প্রতীক্ষা ছিল এ হতভাগিনী
নহে একদিন চারিটি বছর—এমনি দিনযামিনী
উচ্ছৃঙ্খল ছিল এর স্বামী, শমরু—তাহার নাম—
এমন পত্নী চিনিতে নারিল, বিধি তারে হেন বাম!
জানি মনিয়ার সব কথা আমি, কত কথা কয় লোকে—
চারিটি বছর পূরেছে কালিকে—দেখেনি পতিরে চোখে!"

ছিল সেথা রাজ-ভৃত্য শমরু শুনিতেছিল সে কথা
খুলি বেশ ভূষা পাগলের মত লুটায়ে পড়িল তথা!
নগরের মোহ-বিলাস-লালসে অর্থের আশে ভুলি
গেছিল শমরু যাহারে ফেলিয়া, নিল তারে কোলে তুলি!

মরণসীমায় নিমেষ-নিহত মনিয়ার আঁখিপাতে
পুণ্যের মত শুভ্র বাষ্প ভাসিয়া মিলাল তা'তে!
ক্ষীণ দুর্ব্বল অসার বাহুটি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠি
জড়াল আসিয়া স্কন্ধ পতির, নড়িল ওষ্ঠ দু'টি!
আধ-খানি আঁখি-তারকায় দেখে মনিয়া স্বামীর মুখ
আর আধ-খানি গেল সতীলোকে নিতে তাঁর ঠাঁই টুক্।

বসিত যেখানে মনিয়া, তাহার নিকটে দেখিল ভূপ
চৌদ্দশো-বাঠ ইঁটের ঘুঁটির রয়েছে একটি স্তূপ!!

নির্ণামিকা

(জৈন জাতক ত্রিষষ্টি-শলাকা-পুরুষ-চরিত্রের শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ইংরাজী অনুবাদ হইতে)

নন্দিগ্রামে নাগিলার একে একে ছয় বার
জনমিল ছয়টি দুহিতা—
বিধাতা কি নিদারুণ নাহি রূপ নাহি গুণ
ছ'টি কন্যা অপূর্ব্ব কুৎসিতা।
প্রাণান্তক পরিশ্রমে আনে যাহা কোনো ক্রমে
পতি পত্নী মিলি দুই জনে—
আঁটে না তাহাতে তবু পেট ভরে খেতে কভু—
পিতামাতা রহে অনশনে।

দুরবস্থা-দৈন্য-দুখে থাকে দোঁহে ম্লান মুখে
দুর্ভাগ্যের মূর্ত্ত ক্রীতদাস,
নাগশ্রী সলজ্জা অতি হয়ে হেন কন্যাবতী
সঙ্কুচিত সদা পতিপাশ।
নাগিলা কহিলা—"শুন, কন্যা যদি হয় পুন
এবার জঠরে তব, প্রিয়ে,
ছাড়িয়া সকল মায়া এ সংসার কন্যা জায়া
লব মুক্তি দেশান্তরে গিয়ে।"

নির্ণামিকা

অদৃষ্টের পরিহাস   দশমাস গর্ভবাস
করি পুন জন্মিল দুহিতা,
পূর্ব্বজা ভগিনীসমা   কুশ্রীরূপে অনুপমা
—জাতাগারে নাগশ্রী মূর্চ্ছিতা।
কপালে হানিয়া কর   নাগিলা ছাড়িলা ঘর
নিরুদ্দেশ দেশে দিল পাড়ি,
সপ্ত কন্যা লয়ে গলে   নাগশ্রী চোখের জলে
দাসীবৃত্তি করে বাড়ী-বাড়ী।

জন্মমাত্র পিতা যা'য়,   ছাড়ি পলাইয়া যায়,
নাহি ঘরে অন্নের সংস্থান,
শেষ-বোঝা দুর্দ্দশার,   দরিদ্রে সন্তানভার
দুর্ভাগ্যের অব্যর্থ সন্ধান।
কন্যা হেন অভাগিনী,   না হলেও সোহাগিনী,
মাতা তবু ছাড়িবারে নারে
অনাদরে অবজ্ঞায়,   তবু মা'র মমতায়,
নামহীনা দিনে দিনে বাড়ে।

পতিহারা করিয়া যে,   হানে বাজ বক্ষোমাঝে,
সতী তারে মার্জ্জনা কি করে?
কিন্তু এযে সুতা তার,   অযাচিত ক্ষমা মা'র,
বিতরিল অম্লান অন্তরে।

চিত্র ও চিত্ত

নামহীনা কন্যকায়　　'নির্ণামিকা' এ আখ্যায়
　　গ্রামবাসী ডাকিত সকলে,
ফিরিত সে সারাদিন　　দ্বারে দ্বারে শ্রান্তিহীন
　　ক্ষুধার তাড়নে আঁখিজলে।

কুৎসিত দেহের মাঝে　　অখণ্ড যে প্রাণ রাজে
　　সে যে চির মুক্ত নিত্য, হায়,
চাহে সে তো কত কি যে　　জানো না বালা তা নিজে
　　প্রকাশিতে কথা না জুয়ায়।
দেখি এক ধনিস্থতে　　মিষ্টান্ন খাইতে পথে
　　জনমিল লোভ বালিকার,
জননীর গলা ধরি　　মাগিল মিনতি করি
　　অই বস্তু খেতে একবার।

অভাবে রোষে ও দুখে　　অক্ষম মলিন মুখে
　　উত্তরিল রূঢ় বাক্যে মাতা—
"পেটে ভাত নাহি যার　　এত লোভ কেন তার ?
　　মণ্ডা ছেড়ে খাও মার মাথা !
পেট ভরে' খেতে নাই　　মিঠাই মণ্ডার খাঁই ?
　　আরে মোলো কি লজ্জার কথা—
সাধ্য থাকে বনে গিয়ে　　কাঠ কেটে আর নিয়ে
　　বেচে কর দূর মনোব্যথা।"

নির্ণামিকা

নির্ণামিকা অভিমানে অম্বরতিলক পানে
গেল চলি কাষ্ঠ-আহরণে
নাগশ্রী বসিয়া গেছে অক্ষম মাতায় স্নেহে
ঝরে অশ্রু অবাধ নয়নে।
অম্বরতিলক' পরে যুগন্ধর ঋষিবরে
ভেটিতে চলিছে নরনারী
লয়ে কত অবদান অপরূপ মূল্যবান
আ-যোজন আয়োজন-সারি।

কাষ্ঠ-বোঝা মাথে লয়ে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে
নির্ণামিকা নির্ণিমেষে দেখে—
অফুরন্ত জনতার ভারে ভারে উপহার
বিচিত্র বসন ভূষা থেকে।
দাঁড়াইয়া পথ ছাড়ি দেখে বালা জন-সারি
লুব্ধ দৃষ্টি, রসনায় জল,
গানে গল্পে কোলাহলে বিদ্রূপে ঠমকে ছলে
প্রফুল্লিত চলে যাত্রীদল।

হেরি কেহ কুরূপারে ব্যঙ্গবাণ ছুঁড়ি মারে
কেহ মুখ ফিরায় ঘৃণায়,
কেহ ভাবে অমঙ্গল নষ্ট হবে পুণ্যফল
অশুভ দর্শনে হেন, হায় ;

ভুলি ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রম করে বালা অতিক্রম
দুরারোহ গিরিশৃঙ্গপথ
অভিভূত কৌতুহলে কি হোথা দেখিবে বলে
সকলের পিছে মুগ্ধবৎ।

উপজিল নির্ণামিকা— যেথা মূর্ত্ত অগ্নিশিখা
ঋষিবর বসি মৃগাসনে,
নগরের শ্রেষ্ঠ ধনী আপামর-নরমণি
নরনারী প্রণত চরণে,
চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় খাদ্য কি অপরিমেয়
জমিয়াছে পর্ব্বতপ্রমাণ,
নানা বস্ত্র অলঙ্কারে ধন রত্ন উপহারে
গিরিগুহা অলকাসমান।

উদাত্ত গম্ভীর স্বর কহিলেন যুগন্ধর—
"এ আশ্রম কেবলি সাধুর
নীচমনা কি দরিদ্র হীন ছোট অপবিত্র
যদি কেহ থাক,' হও দূর।"
অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি সমুত্থিল শন'শনি
অকস্মাৎ ভক্ত-জনতায়
কে বড়, কে ছোট তার কোলাহল মীমাংসার
আরম্ভিল উদ্ধত স্পর্দ্ধায়।

নির্ণামিকা

সকলেই আপনায় ভাবে শ্রেষ্ঠ সর্ব্বথায়
কারো চেয়ে কেউ ছোট নয়,
নিজের প্রতিষ্ঠাতরে মিলি সব নারীনরে
জুড়ি দিল কলহ দুর্জ্জয়।
বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া নির্ণামিকা দাঁড়াইয়া—
চোখে তার দিব্য বিভা জাগে,
কি অক্ষম কত হীন, এ কথাটি এতদিন
জানিত না—সে তো এর আগে!

নির্ণামিকা তাই ডরে দাঁড়াইল গিয়া সরে'
আপনার ক্ষুদ্রতায় মরি;—
যতি যত মৃদু হাসে জনতা ততই আসে
ঋষির নিকটে অতি সরি।
সস্নেহ কটাক্ষ হানি ডাকিলেন দণ্ডপাণি
কুরূপারে যবে নিজ স্থানে
মুহূর্ত্তে থামিল সব শ্রেষ্ঠত্বের কলরব
স্তব্ধ সবে চেয়ে তাঁর পানে।

যুগন্ধর কন্ ধীরে— "যাও সব ঘরে ফিরে
শেখ' আগে মানুষে সম্মান,
নিজে নিজে বড় ভাবি হয় কি শ্রেষ্ঠত্ব-দাবী?
প্রেম কই, নহে অভিমান।

"হোথা কাষ্ঠ-আহরিকা ঘৃণ্য কুশ্রী নির্ণামিকা
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মহাপুণ্যবতী—
পবিত্র সরল প্রাণ উদার নিরভিমান
ঈশ্বরের প্রিয় ওই অতি।"

আকাশে উঠিল ঝড় অন্তরীক্ষে আড়ম্বর
ছাইল হঠাৎ গিরিশির—
বায়ূ-রথ আসে ধেয়ে মেঘ-ধূলি ফেলে ছেয়ে
ঘনহ্রেষা বিদ্যুৎ-বাজীর।

ধর্ম্মজ্ঞান

সম্রাট আকবর
মাতৃ-আজ্ঞা কোরানের চেয়ে
ভাবিত উচ্চতর।
বিরাট রাজ্য ইঙ্গিতে যাঁর
হইত শাসিত, চিত্ত প্রজার
জিনিয়াছিল যে বিনা তরবার—
এমন ভাগ্যবান—
কূট রাজনীতি নখ-দর্পণে
আছিল বিগুমান।

শত নৃপতির পতি !
পদে যাঁর নত উষ্ণীশ কত—
যার কাছে শিশু অতি।
প্রণমিয়া মায় নিত্য প্রভাতে
বাহিরিত পথে অথবা সভাতে,
ছিল না তর্ক মায়ের কথাতে ;
জননীর অভিলাষ
পূরাতে বাদশা করিতে পারিত
আপন সর্ব্বনাশ।

মোসলেম-দ্বেষী দেশে
কোরানে করেছে ঘোর অপমান
অন্ধ হইয়া দ্বেষে !
রাসভের পিঠে চড়ায়ে গ্রন্থ
ফিরায়েছে সব নগর-পন্থ
মত্ত জনতা আমোদে অন্ধ
টিট্‌কারি ইস্‌লামে—
সংবাদ এল,—ক্ষুব্ধ বাদ্‌শা
প্রাসাদে দিল্লী ধামে !

কোরানের গঞ্জনা
সহিবে না বলি, পড়িল নগরে
অস্ত্রের ঝঞ্চনা !
মাগে রাজাদেশ করিবে যুদ্ধ
অরিলোহে হবে কোরান্ শুদ্ধ
বাদ্‌শাজননী ভীষণ ক্রুদ্ধ
পুত্রে কহিলা তাই—
"তাদের ধর্ম্মে লাঞ্ছি এমনি
প্রতিশোধ নেওয়া চাই ।"

সম্রাট ধীরে কহে
"ক্ষম মা' আমারে এমন আদেশ
তোমার যোগ্য নহে।
আমারে হিংসি, আমার ধর্ম্ম
অবমানি যদি লভে সে শর্ম্ম,
অতি হীন সে মা—মানব-মর্ম্ম
ভক্তিতে পদাঘাত
করিতে নারিব! তাদের ধর্ম্মে
করি আমি প্রণিপাত!"

দান-প্রত্যাখ্যান

সভ্যার্জ্জিত রাজ্যশ্রীরে দেখিবারে আলেকজান্দার
বাহিরিল একদিন পদব্রজে একা। চারিধার
নগর প্রান্তর ভ্রমি পরিশ্রান্ত অবসন্ন ক্রমে
উপস্থিত নগরের উপকণ্ঠে এক দ্বিজাশ্রমে।
নানা গুল্মলতাপালিবিরচিত ক্ষুদ্র সে কুটীর
নাহি কোন' গৃহসজ্জা, উপাংশু সে অংশ বনশ্রীর—
তরুচ্ছায়ে অন্ধকার—মানবের অজ্ঞাত সে স্থান—
আলেকজান্দার তথা উপনীত ভুলি পথখান।

ঢলিয়া পড়েছে রবি পশ্চিমের অস্তাচলতলে
পাদপপলাশছিদ্রে দীর্ঘ সাচি কররেখাদলে
রচিতেছে শরশয্যা ; অটবীচরণতট ছুঁয়ে
চলেছে তটিনী নীল সিকতিল বেলাভূমি ধুয়ে।
যজ্ঞকৃশ সাগ্নিকের সাঙ্গ হলো দিনান্ত-আহুতি,
যাচিল তৃষ্ণার্ত্ত গ্রীক একটুকু জল, ক্লান্ত অতি।

জলপানে সকৃতজ্ঞ অন্তরেতে আলেকজান্দার
দিল বিপ্রে স্বর্ণ মুদ্রা এক। উপেক্ষিয়া দান তার

দান-প্রত্যাখ্যান

কহিল ব্রাহ্মণ—"দাতা, লয়ে যাও মুদ্রা তব ফিরে,
দাও গিয়ে নগরের দরিদ্র ও ভিক্ষুক কামীরে।
এ মোর আশ্রমখানি করিও না কলঙ্কিত আর
ছোঁয়ায়ে আরাধ্য তব ও অস্পৃশ্য স্বর্ণ রৌপ্য ভার।"

উত্তেজিত গ্রীকবীর ভাবিল—এ কি নগ্ন সন্ন্যাসী
সুবর্ণে ইহার নাই প্রয়োজন, নহেক প্রত্যাশী ?
মিথ্যা কথা, ভাণ মাত্র ! এ আমার কৃপা-প্রত্যাখ্যান
কিছু নয়—শুধু মোরে ঘৃণা আর ঘোর অবমান !
কহিল প্রকাশি তবে গ্রীক্ বীর ক্ষুব্ধ অভিমানে
"এ দান অতীব স্বল্প, যদি তব নাহি ধরে প্রাণে
বল, ফিরায়ো না তবু—আমি বীর আলেকজান্দার
অর্দ্ধেক পৃথিবী-জয়ী, ভরি দিব তোমার ভাণ্ডার।"

কহিল ব্রাহ্মণ ধীরে, কণ্ঠস্বর নির্ভীক অটল,
নিষ্পলক স্থির আঁখি গোধূলির আভায় উজ্জ্বল—
"যেই হও হে অতিথি, অতিথিই তুমি মোর স্থান
রাজা প্রজা উচ্চ নীচ মোর কাছে সকলি সমান।
অর্দ্ধেক ধরণী জয় ছার, কর সমগ্র বিজয়,
এর বেশী সমাদর পাবেনাক' হেথায় নিশ্চয়।
কোন্ প্রলোভন তুমি দেখাইবে কি তুচ্ছ সোনায়
পঙ্ক চেয়ে সে মলিন, হীন, আমি জানি যে তাহায়।"

চিত্র ও চিত্ত

সম্বরি উদ্যত ক্রোধ গ্রীক বীর কহে পুনর্ব্বার
"এত স্পর্দ্ধা করিও না, ভাল নয় এত অহঙ্কার
কার এই পৃথিবীতে অর্থে বল' নাহি প্রয়োজন ?
অর্থ নাই, তাই তব পশুসম ঘৃণ্য এ জীবন !"

উচ্চ হাসি কহে দ্বিজ—"পশু চেয়ে হীন আমি বীর
অর্থাভাবে নহে কিন্তু ; আছে তার কারণ গভীর।
এতটুকু জল পেয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে অধীর
তাঁরে কই কৃতজ্ঞতা, যে নির্ম্মিল পিপাসার নীর ?"

বিস্মিত বিজয়ী দর্পী শুনি উক্তি দীন সন্ন্যাসীর
লজ্জিত পুলকাঞ্চিত ফিরিল শিবিরে নতশির।

সংসারের মায়া

কেবল প্রাচীপটে উদিল রবি
ঘোষিল বৈশাখ দিনতাপ,
নবীন কৃষকের দুয়ারে এল
অতিথি এক, শিরে জটাচাপ !

'স্বাগত' বলি তারে নবীন দাস
লগ্নগলবাসে প্রণমিয়া,
চরণ ধোয়াইয়া আসন দিল
নূতন কুশাসন বিছাইয়া।

ঝাঁ'টায়ে নিজ হাতে খামারবাড়ী
আগুনে উনানটি দিল করি,
নীরবে সবিনয়ে আনিল ত্বরা
যা' ছিল চা'ল ডা'ল কাঠ খড়ি।

আনিল নদী হ'তে সিক্ত বাসে
কলস দুই জল বাবাজীর
দোহায়ে দিল দুধ, রহিল বসি
ভোজনশেষাবধি নতশির।

আহার পথশ্রমে অতিথি যবে
শয়ন বিছাইল নিদ্রার,
বীজন পদসেবা সাঙ্গ করি
নবীন গেল ঘরে আপনার।

তখন দিন-ছায়া দীর্ঘ পূবে
করিতেছিল আলো ঝিলিমিলি ;—
উপোষী জায়া বসি, করিতেছিল
ভাতের থালে মাছি কিলিবিলি।

বিগত কালিকার অন্ন ক'টি
খাইল দুই জনে হাসি মুখে—
অতিথি খাওয়াইতে একটা দিন
ভাবিলে চলে কভু সুখে দুখে ?

ছিল ত' নবীনেরো একদা বহু
ধন ও সম্মান নামডাক—
বছর দুই সে যে ভিখারী হেন
কপালদোষে সব হ'ল খাক।

উঠানে ছিলনাক' একটু ঠাঁই
মড়াই গোলা বেড়ে ঘেঁষাঘেঁষি,
করিত ক্ষেত ঘর বারটি মাস
খামারে ফসলের ঠেসাঠেসি।

ন'খানি লাঙ্গলের ছিল চাষ
ফলিত ক্ষেতে সোনা একদিন,
তুলিতে ধূলা-মুঠা উঠিত সোনা—
নবীন সেই আজি দীনহীন।

দেখি এ কৃষকের অতুল সুখ
পক্ষপাতে রুষি কমলার,
মিথ্যা মামলায় নীলামে নিল
দাসের জমাজমি জমিদার।

এখনো প্রতিশোধ লইতে দাস
করিয়া বসে কভু প্রাণপণ,
তখনি থেমে যায় যেমনি ভাবে—
পত্নী নিরুপায় শিশুগণ।

পরের কায করি যদিও তাহে
হয় না ছ'মাসেরো পেট-ভাত,
তবুও যাহা পায় তাই কে দেয়?
বুঝিয়া করে দাস প্রাণপাত।

বাকিটা বছরের করিয়া ঋণ
দিবস কাটাইছে করি দুখ—
গিয়াছে সবি তার যায় নি শুধু
মনের তেজোবল হাসিমুখ!

৪

চিত্র ও চিত্ত

লইয়া ধনমান বসায়ে পথে
পারে নি নিতে যাহা জমিদার,
নবীন তাই লয়ে একাকী গাঁয়ে
পালিতেছিল নিজ পরিবার।

দীনতা ছিল তার হীনতাহীন
হৃদয় সুকোমল সহৃদয়,
অভাবে না বেচিয়া বিবেক-প্রাণ—
নবীন ছিল গ্রামে মহাশয়।

সে দিন সাঁঝে আর খাবে না সাধু
খাইয়া অবেলায় ক্ষুধা নাই,
নবীন ছাড়িল না আনিল তবু—
দুধ ও ফল কিছু, খাওয়া চাই।

নবীন ভেবেছিল—এ জন প্রাতে
যাইবে চলি পুন কোথা আর,
প্রমাদ গণিল সে দেখিল যবে
সাধুর নাহি সাধ নড়িবার!

ঘরের শেষ দানা অবধি কালি
হয়েছে নিঃশেষ তবে আজ
স্ত্রী ও ছেলেগুলি খাইবে কিবা?
সাধুরে খাওয়ায় বা কি? এ কি লাজ!

বলিতে পারে না ত' অতিথে যেতে
করিতে ঋণ তাই গেল দাস ;
কহিল মহাজন—"মশায় মোরা
কোথায় টাকা পাব বারো মাস ?"

দুয়ার বহু ঘুরি, উচ্চ সুদে
আনিল যাহা কিছু, সে টাকায়
ঘরের একবেলা ঠিকানা করি,
সাধুরো এক বেলা হল তায় !

ক্ষুণ্ণ সন্ন্যাসী বিরস মুখে
রহিল পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ,
অসুখ অজুহাতে না খেয়ে দাস
ভাবিল—"তবু যাক্ হ'ল আজ ।"

তৃতীয় দিবসেও গেল না সাধু
নবীন গেল হাটে কিবা করে ?
ঘরের ঘটি বাটি বাজারে বেচি
আনিল যাহা কিছু তবু ঘরে !

এততে মিলিল যা' হল না তাহে
পাঁচটি শিশুদেরই পেটভরা,
পত্নী মুড়ি খেয়ে কাটাল দিন—
নিজে ত অনশনে আধমরা ।

এদিকে সাধু রেগে দিতেছে গালি—
"এমন দুরাচার সাধু ফেলে
অলীক দারা সুত মোহেতে মজি
চাহে না সাধুপানে আঁখি মেলে ?

"অতিথি উপবাসী রহিলে ঘরে
সে মহাপাতকের সীমা নাই !
যাদের তরে তুমি করিছ এত
রবে কি পরকালে তাহারাই ?"

নবীন কহে ধীরে কৃতাঞ্জলি—
"ঠাকুর, কর ক্ষমা সেবাত্রুটি !
যে ক'রে করি আমি জানেন তিনি,
যোগাড় দুই বেলা ভাত দু'টি।

"দীনের দীন আজি কপালদোষে,
ছিল না কভু মোর হেন দিন,
বসেও পথে তাই পাতিতে হাত
মরমে মরে যাই, করি ঋণ !

"ছেলেরা কচি শিশু ক্ষুধায় মরে
গৃহিণী মৃতপ্রায় অনাহারে,
পিতা ও পতি হয়ে নিত্য দেখি
কেমনে আছি বেঁচে, ক'ব কারে ?"

দ্বিগুণ রোষে সাধু কহিল রুষি—
"এই তো হাটে গিয়ে নিয়ে এলে
খাওয়ায়ে নিজে খেয়ে, আছ ত বেশ
দুয়ারে উপবাসী সাধু ফেলে!

"তা' হ'তে দিলে কোন্ একটা কণা
উপোষী কাল হতে ফকিরেই?
আবার মিছে কথা কাঁদুনী গেয়ে?
পাইবি ফল এর অচিরেই!"

কহিল দাস—"প্রভু, বৃথা এ ক্রোধ
যা' কিছু এনেছিনু হাট হ'তে
স্বল্প এত সে যে হ'ল না তাহে
এ বেলা ছেলেদেরই কোন মতে।"

"নিত্য তাহাদের কারণে আনো
তা' হতে পারিতে ত' কিছু দিতে?
আমি ত' চিরদিন রব না হেথা
এ তব স্বল্পের ভাগ নিতে।"

ত্বরিতে গম্ভীর কহিল দাস
মলিন মুখখানি নামাইয়া—
"মোর যা' দিতে পারি, নারিব দিতে
ছেলে বা পত্নীরে ভাঁড়াইয়া।

চিত্র ও চিত্ত

"দুদিন হতে মোর জুটেনি কিছু
ক্ষুণ্ণ একটুও নহি তায়—
সকল পরিবারে ক্ষুধায় মারি
করিব সাধুসেবা, একি দায় ?

"বিবাহ হল যবে তখনি আ
শপথ করি নিনু এ মাথায়
সকল ভার যার খাওয়া ও পরা—
তারে না খাওয়ায়ে কি থাকা যায় ?

"ধর্ম্মপত্নী সে আমাতে তার
সকলি নির্ভর বাঁচা মরা,
এখন আমি যদি না পালি তারে
পতির ধর্ম্ম কি হয় করা ?

"ছেলেরা নিরুপায় অতীব শিশু
যেমন করে হোক পালিবই—
বাপের ধর্ম্ম যে স্নেহ ও প্রীতি
ইহাতে সব প্রাণ ঢালিবই।

"আমারে ছাড়া এরা কারে বা জানে ?
মুছাবে কে এদের আঁখিলোর ?
বধিয়া অনাহারে জায়া ও সুতে
সেবিতে সাধু মন নাহি মোর।

সংসারের মায়া

"আমার মুখগ্রাস তোমারে দিতে
কুণ্ঠা নাহি মম একেবারে,
কাল তা' দিয়াছিও, আজিও দিয়া
আপনি আছি, র'ব নিরাহারে।

"আচরি পিতা-পতি-ধর্ম্ম পূরা
বাঁচে যা'—অতিথির তাহে ভাগ!
নিজের তরে ইথে যদি না বাঁচে
গৃহীর নাহি তাতে খেদ রাগ।"

মূর্খ কৃষকের উক্তি শুনি
যুক্তি-ছল দেখি সন্ন্যাসী
কপালে দিল হাত!—মুক্তি কোথা?
ঘিরেছে মায়া এরে অবিনাশী!

কহিল—"শুন দাস, বাঁধিলে ঘর
সহিতে হইবেই উৎপাত—
অভ্যাগত সাধু আসিলে কভু
তাদেরে দিতে হয় দুটি ভাত!

"তরুটি বড় হ'লে পাখীরা বাঁধে
তাহাতে আশ্রয়—তাই বলি
সে কি তা ঝেড়ে ফেলে, ভাবিয়া ভার?
বুঝিবে তুমি একি? ঘোর কলি!

চিত্র ও চিত্ত

"গৃহীরই মঙ্গলকারণে মোরা
জগতে ঘুরে মরি, তারা কিনা
মোদেরে ভাবি হেন গলগ্রহ,
তাড়ায়ে দিতে চায় করি ঘৃণা ?

"চিরটা কাল, বাপু, তাদেরে নিয়ে
রয়েছ, রহিবেও ; যদি তায়
দিনেক সাধু সেবি তাদের ভাগে
হয়ই কম কিছু, কি তাহায় ?

"ধর্ম্ম এযে মহা, পুণ্য বহু—
মিথ্যা সংসার, কেবা কার ?
মায়ার রজ্জুটি ভাবিয়া মালা
ভাব' কি পরকাল নাহি আর ?"

"পুণ্য মানিনা গো ! ধর্ম্ম কি এ
নিদয় ভণ্ডামি লোকাচার ?
প্রাণের প্রিয়গুলি ভাসায়ে দিয়ে—
বড়াই বড় কিগো বাহবার ?

"ধর্ম্ম সাধুসেবা, খুব সে ভাল,
কুলায় যদি তাহা ক্ষমতায় ;
শক্তি নাহি যার কেমনে বল
করিতে, মহাশয়, তারে তা'য় ?

সংসারের মায়া

"খাওয়ায়ে একবেলা, নিজে না খেয়ে
করেছি সাধুসেবা, আজি যবে
তাদেরি একবেলা হ'ল না মোটে—
তুষিব কি দিয়ে গো তোমা তবে ?

"প্রাণের সব টান যেখানে বাজে
সেখানে ধর্ম্ম যে বড় কত—
তুমি তা' বুঝিবে কি, সন্ন্যাসি,
জগতে পুণ্য কি তার মত !

"মিথ্যা যদি হয় এতটা প্রাণ
এ প্রিয় বন্ধন—হোক্ তাই !
তোমার সত্য সে তোমারি থাক্,
আমি এ মিথ্যারি জয় গাই !

"আমি যে দেখি এই নিখিল জুড়ে
আমারি মিথ্যারে করে নতি,
দেবতারাও মাগে মানবরূপে
প্রাণের এ প্রয়াগে পরাগতি।"

পদত্যাগ

পরাণপণে খাটিত সদা প্রভুর কাযে রূপ
বাংলা সুবা দেওয়ান্ তারি! উচ্চ পদও খুব!
দক্ষ হেন কর্ম্মচারী ক্লান্ত নহে কাযে
রাত্রি দিবা লেখনী যার্ সমান চলিয়াছে!
প্রভুর তাহে সুবিধা বড়—বিলাস বাটিকায়
থাকেন তিনি বন্দী চির প্রিয়ার প্রহরায়।
ক্বচিৎ প্রভু বাহিরে আসি কহেন হাসি হাসি—
"রূপের মত লোকেরে আমি বড়ই ভালবাসি!"

মিষ্ট বাণী, একটু হাসি সঙ্গী করি রূপ
উচ্চপদ-মদিরা পিয়ে খাটিত সদা চুপ!
মুষলধারে সেদিন প্রাতে বাদল দিল দেখা
মুছিয়া দিল পথের যত পথিকপদলেখা!
সঘনে ডাকে বজ্র মেঘে বধির করি কাণ
নগরবাসী কাতর ঘরে রুদ্ধ দিনমান।
সাঁঝেতে যবে বরষা ধারা শ্রান্ত ক্লশদেহ
জানাল' দূত—"পাল্কীবাহী এল না আজি কেহ।"

পদব্রজে দেওয়ান চলে, আঁধারঘন রাতি,
চরণ বাধে জলের তলে—নিবিয়া গেছে বাতি!
পথের পাশে কুটীরবাসে পুছিছে রজকিনী
স্বামীরে তার—"এ ঘোর রাতে কাহার পদ শুনি?"

রজক কহে নিরীক্ষিয়া—"দেওয়ান্ মনে হয়"
শুধায় প্রিয়া—"যাবেন কোথা, এমন অসময় ?"
"ডেকেছে বুঝি বাদশা তাই হাজিরা দিতে চলে,
নহিলে যাবে চাক্‌রী, দেখ চাক্‌রী কারে বলে !"

রজকী আরো ব্যথিত হ'য়ে কহিল স্নেহভরে
"কুকুর সে-ও এ-হেন কালে নামে না পথ' পরে !
অত যে মানী দেওয়ান্ কিনা এ দুর্য্যোগে ছোটে ?
চাকর হ'তে তবে ত' মোরা অনেক সুখী বটে !
বেহারা বুঝি জোটেনি কেউ ?" "আসিবে কেন তারা ?
চাকরী কাম্নে করে ত' না যে রহিবে ডাকে খাড়া !"
"দু'মুঠো ভাত, আহারে বাছা, পাবি না কিরে কোথা ?
যে দেছে প্রাণ, দিবে না কিসে খাইতে, একি কথা ?"

শুনিল রূপ দাঁড়ায়ে পথে করুণ মমব্যথা
"যে দেছে প্রাণ, দিবে না কি সে খাইতে, একি কথা ?"
খাওয়াই যদি এতই বড়, খাওয়ায় তবে কে সে ?
চাক্‌রী তবে করিব তারি—রহিব তারি দেশে !
তখনি রূপ গোস্বামী-জী উপজি রাজপাশ
ইস্তিয়াফা লিখিয়া দিয়া ফেলিল নিঃশ্বাস !
পুছিল প্রভু—"পাগল, হাঃ হাঃ করিছ একি দ্বিজ ?
বেতন, বল, বাড়ায়ে দিব—বোঝ না হিত নিজ ?"

খেলু হাজরা *

বিপুল বেগে বান ডেকেছে অজয় নদের আজি
জলের তলে বরুণ দেবের উঠচে বিষাণ বাজি,
কত গিরি আসচে গলে' ঘুর্ণা জলের সাথে,
ভাসচে দৈত্য-শিশুর খেলার ফেণার তরী মাথে।

ফুলিয়ে ছাতি আস্ফালিছে গর্জ্জি বিপুল নদ
তটের তরু ধানের ক্ষেত মাঠের দীঘির পথ
ভাসিয়ে দিয়ে, ফুঁসিয়ে আসে কি রাক্ষসী ক্ষিদে!
ছল্‌ছলিয়ে ঢুক্‌চে গাঁয়ে রাস্তা কেটে সিদে।

ধাক্কা মেরে ফেল্‌চে বাড়ী মত্ত জলের ঢেউ
বাধন ছাঁদন কাঁদন দিয়েও রুখতে নারে কেউ!
গাঁয়ের গরু ছাগল ভেড়া ঘূর্ণি পাকে পড়ে'
যাচ্ছে ভেসে কেইবা দেখে? মানুষ নিজেই মরে।

ধপাস ধপাস পড়চে বাড়ী উঠান-ভরা জল
নর, নারী, রুগ্ন, সবাই ভিটেছাড়ার দল
উপায়বিহীন কোমর-জলে মরচে কেবল কেঁদে
মাথার উপর ভাদ্দুরে মেঘ আছে জমাট বেঁধে!

---

* বর্দ্ধমানের বন্যায়।

খেলু হাজরা

চল্‌লো ভেসে ভাতের হাঁড়ি, ধানের মড়াই গোলা
সমবেত একটু ডাঙ্গায় বামুন হাড়ি জোলা !
ভাসচে কাপড় ঘটি বাটি মাদুর বালিশ কাঁথা
বরুণদেবের নিঠুর রঙ্গ, সাধ্য কে দেয় বাধা ?

আঁতুরঘরের প্রস্থতি সব বসে মাচার পর
অনাবৃত আকাশতলে কাঁপচে থথরথর !
নাইক' খাবার কি দেয় মুখে শিশু জননীতে—
একটু খানি মাটির অভাব মাটির ধরনীতে !

পাষাণ ঠাকুর দেওয়াল্‌-চাপা পড়ে' জলের তলে
কে আর তোলে ? মানুষ যখন দাঁড়িয়ে আছে জলে !
নাইক গৃহ নাইক অন্ন নাইক সাঁঝের বাতি
প্রহর-ডাকা নাইক শিয়াল, কুকুর বিড়াল আদি !

ধনীর পুঁজি রইল ভরা বাক্স সিন্দুকেতে—
ব্যর্থ বলীর বাহুর বল ; ভক্ত নিন্দুকেতে
মিল্‌ল আজি আঁখির জলে, ডাক্‌চে অকৈতবে
নিরাশ্রয়ের সেই মহাশ্রয়—ভরসা এখন ভবে !

কি এক মহামহিমাময় ধ্বংশের এই খেলা
হাজার আর্ত্ত চোখের উপর সর্ব্বনাশের মেলা !
মৃত্যু যখন বিরাট রূপে ব্যাপ্ত চারিধার
কি এ মহামিলন তখন—সবার একাকার ।

চিত্র ও চিত্ত

জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ সর্পনিধন তরে,
এ কোন্ রাজার যজ্ঞ কেমন বাদ যে না কেউ পড়ে।
পার্থ দাহি খাণ্ডববন তুষল্' বৈশ্বানরে
বরুণ দেবের পালা এবার বাংলা দেশের ঘরে !

দুই দিন দুই রাত্রি থেকে কম্‌ল জলের খেলা
প্রলয়শেষে জাগ্‌ল ধরা—কাদার ঢিবির মেলা !
আপনার লোক যার যেখানে ছুটল' সবাই সেথা,
কেউ নাই যার নিঃস্ব কাঙাল রইল' তারাই হেথা !

জোয়ান্ মরদ হাজরা খেলু খুবই ছোট জাতি—
নিকষ-কালো সতেজ পেশী, দরাজ বুকের ছাতি !
তার কুঁড়েটিও ভেসে গেছে, নাইক' চিহ্নটুক
চারটি ছেলে স্ত্রীটি নিয়ে চাপ্‌ড়াচ্ছে বুক !

বয় সে খেলু কাঁদর-খালে পারাপারের খেয়া
সন্ধ্যা হলে বন্ধ করে' আস্‌ত' খেয়া দেওয়া !
রাজার দত্ত ক্ষেত দু'বিঘে, তারি করে' চাষ—
ফলিয়ে সকল ফসল্ তাতেই—কাটায় বার' মাস।

স্নেহ দয়ায় উঠ্‌ল ভরে দেশের লোকের হিয়া
গৃহস্থালীর জিনিষ সবাই হাজির যখন নিয়া,
আর্ত্ত আতুর গরীব ধনী সবাই এল ধেয়ে
একটি মুঠো চা'লের তরে ছেলে বুড়ো মেয়ে।

খেলু হাজরা

জিজ্ঞাসিল হাজরাকে এক চাউল-দেওয়া বাবু—
"শহর গেলে থাক্‌তে সুখে, হেথায় কেন বাপু?
ক্ষিদেয় হিমে মর্‌বে নিয়ে কাচ্চাকচি ছেলে
এই কাদাতে থাক্‌বে কোথা? বাঁচবে সেথায় গেলে।"

কইল খেলু বুকখানি তার চোখের জলে ভাসে—
"এই গাঁ ছেড়ে কেউ কি কভু যেতে ভালবাসে?
হ'ক না আমার হাজার দুঃখ, গাঁয়ের কি তায় দোষ?
কপালে যা আছে, হবেই—গাঁয়ে মিছে রোষ।

"এই গাঁয়েতে এই মাটিতে, এই এ ভিটের পর
মানুষ আমার উপর পুরুষ—তাঁদের পাতা ঘর!
এই ধূলোতে ছেলেবেলায় কতই গড়াগড়ি
দিয়ে মানুষ—ছাড়্‌বো তারে আজকে কেমন করি?

"সবাই যদি গ্রাম ছেড়ে যায়, ছাড়্‌বো নাক' আমি!
বইব' ডোঙ্গা, খাট্‌ব খাব, মিলে স্ত্রী আর স্বামী,
কালকে হ'তে করব সুরু ছিটে বেড়ার ঘর
দিন দশেকে তুল্‌বো আবার—এই-ই ভিটের পর!

"কত মড়ক মহামারি গেছে এ গ্রাম দিয়ে
কত আমার প্রাণের জিনিষ গিয়েওছে সে নিয়ে!
লিখিত আছে এই ছাতিতে—খোকা যেবার মরে,
গাঁ ছেড়ে সব পালিয়েছিল, আমি ছিলাম ঘরে।

চিত্র ও চিত্ত

"মনে আছে ওবারকার দুর্ভিক্ষের দুখ
ভিক্ষে করেও চা'ল মেলে নি', খেটেও পাইনি' সু
তিন দিন সব উপোষ করে', চারদিনের দিন প্রা
দেখ্‌নু মায়ের মরণ, তাঁর যে হয় নি' হাতে-ভাতে।

"দুর্ভিক্ষের আর মড়কের চেন্না আছে বুকে
তাই এখানে তবু আমি কতক আছি সুখে ;
এই ভিটেতে বাপ ছেলেকে মর্‌তে দেখা চোখে
এই মাটিতে মা মরেচে দারুণ ক্ষিদের শোকে !

"তখন যখন যাইনি শহর, আজবা যাব' কেন ?
বাপের ভিটে ছেড়ে কেন পাপ কিন্‌ব হেন ?
দালান্ কোঠা চাইতে ভাল কাদার বেড়ার ছিটে
সাঁঝ-সল্‌তে পাবে আমার সাতপুরুষের ভিটে !"

ব্যথা-বরণ

বড় আদরের রমা যে তাদের কেমনে দেয় বিদায়—
আঁখির আড়াল করিতে যাহারে বাপ মা বেদনা পায়!
এমন দুহিতা, কি নিঠুর বিধি, বিবাহে হল' সে পর?
কেন তবে আর এই সংসার? মিছে সম্পদ ঘর।
কেমনে বা রমা এটুকু বালিকা শ্বশুরবাড়ীতে রবে'?
বারটি বছর মাত্র বয়স, কি দশা তাহার হবে?
শ্বাশুড়ী ননদী করিবে যখন কঠোর তিরস্কার
কোথা ঠাঁই তার কাঁদিয়া হৃদয় করিতে পরিস্কার?
চিরদিন সে যে সোহাগে লালিত, শিখেছে কি কায কিছু
সারাদিন সে যে রবে লজ্জায় মাথাটি করিয়া নীচু!
গৃহস্থালীর কার্য্যের ভার কেমনে বা নিবে শিরে?
অক্ষম সে যে! গঞ্জনা-লাজে তিতিবে অশ্রুনীরে!—
এমনি কত না করি আশঙ্কা, সলিলে ভাসায়ে বুক—
জনকজননী কন্যারে দিল বিদায় চুমিয়া মুখ!
কত দেবদেবী আরাধনা হোম পীরের শিন্নি দিয়ে
জন্মেছে এই কন্যা,তারেও জামাতা চলিল নিয়ে।
কন্যাও এই চির-অধিকৃত স্নেহের দুর্গ ছাড়ি
যাইতে কতই করিল অমত নূতন শ্বশুরবাড়ী।

চিত্র ও চিত্ত

পরিণয়কালে ছিল সে যে সেথা মাত্র পাঁচটি দিন,
বিবাহোৎসব ঘন জনতায় একাকী সঙ্গীহীন!
সে যেন বন্দী—কত অপরাধী, নাই কোন' স্বাধীনতা,
সব তার মানা, কারু পানে চাওয়া, কারু সাথে কওয়া কথা!
কার সনে তার কি সম্বন্ধ জিজ্ঞাসি নিতে হয়
তার পরিচয় অন্যের নামে সে যেন কেহই নয়!
'মা' ডাকি তাহার হ'ত না তৃপ্তি 'বাবা'ও তেমনি পর,
তার বাপ মা-র মত এরা নয় বলিয়া লাগিত ডর।
নাই কোন' সাথী, নাই কোন খেলা, কাপড়া গহনা পরে'
বসিয়া থাকিত অপরূপ এক, রূপ দেখাবার তরে।
কাঁদে রমা তাই দুই বছরের স্মরি পুরাতন কথা
আবার বন্দী হতে হবে সেথা—সে যে দুর্জ্জয় ব্যথা!

উঠিল শিবিকা—শেষ বার চাপি পিতার কণ্ঠদেশ'
কাঁদিল কন্যা, পিতার চোখেও ছিল না জলের শেষ!
নর্ম্মক্রীড়ার বাল্যসখীরা দু'ধারে করেছে ভীড়
পাল্কীর দ্বারে মুখটি বাড়ায়ে নোয়ায়ে ক্ষুদ্র শির।
আঁচলে কাহার বাঁধা আছে মুড়ি, গামছা কাহারো কাঁধে,
খেতে খেতে কেউ এঁটো হাতে, কেউ দুধের ঘটিটি হাতে!
খিড়্কির ঘাটে বাসন ফেলিয়া কতনা ঝি বউ মেয়ে
সকৌতূহলে সাশ্রুনয়নে ফেলেছে ঠাঁইটি ছেয়ে!

আছিল রমার যার সাথে আড়ি, হল' ভাব তার সনে,
পরিহাস-রস ফুটিল না আজ বেয়ানের সুবদনে।
চলিল পাল্কী—গ্রামপথ বাহি, দুয়ার খুলিয়া বালা
দেখিতে লাগিল—সেই ধুলাপথ, দোকান বিপণিমালা।
অই শিবতলা বসেছে বাজার, অই সে ময়নাদীঘি,
বিলের চরেতে চড়িছে গোপাল, রোদ করে ঝিকিমিকি!
গ্রামবধূগণ বাড়ী ফিরে নেয়ে' কলস লইয়া কাঁখে
ছোট পথটুকু ছেড়ে সরে' গিয়ে দেখিছে ঘোম্‌টা ফাঁকে;
সেই পরিচিত আঁখিপল্লবে সেই পরিচিত দৃষ্টি
যায় যেন সবে করিতে করিতে অতীত কাহিনী বৃষ্টি!
সিক্ত বসন অথবা কলস উছলি পড়িছে জল
কোথাও তাদের চরণচিহ্ন রহিয়াছে অবিকল।
ভাবে রমা দেখি, সেও কত দিন এই ছোট পথ বাহি
করিয়া সিক্ত চরণাঙ্কিত বাড়ী গেছে অবগাহি।
অই বটতলে 'বুধি'টি তাদের করে রোমন্থ শুয়ে'
আ'লের উপর কৃষকপত্নী গিয়াছে অন্ন থুয়ে;
লাঙ্গল থামায়ে ফিরে চায় চাষা কোমরে পাঁচন গোঁজা
রাখালেরা সব আসিতেছে ছুটে যে যেথা আছিল সোজা—
অশথের তলে ফেলি তালছাতা, হাতে বাঁধা এক পাখী,
'ভুলো' কুকুরটি শুয়ে' ছিল সেথা ছুটিল ছুটিতে দেখি!
গাইছিল কেউ 'কণ্ঠে'র পদ—"সুখ চেয়ে দুখ ভাল"
ছাড়ি মধুপান কর্ণিকারের কেহ বা ছুটিয়া এলো!

চিত্র ও চিত্ত

পাঁচটি বছর কেটে গেছে আজ   শ্বশুরআলয়ে রমা—
যৌবন-মধু-পার্ব্বন-বিধু গ্রাসিতে আসিছে অমা !
নয়নের নীচে গাঢ় কাল ছায়া, সদা ছলছল আঁখি—
যেন দীপালীর শেষ ছুটি দীপ রেখেছে কে কর ঢাকি !
পাকা আঙ্গুরের মতন সুডোল তনুখানি যুবতীর
নীল উপশিরাশতরেখাবলীলাঞ্ছিত সুগভীর ।
এ যেন একটি রাজার প্রাসাদ অনাদৃত আছে পড়ি
উর্ণনাভেরা প্রতিটি কক্ষ ভরিয়াছে জাল গড়ি !!
শ্বাশুড়ীননদীগঞ্জিত সদা বঞ্চিতগৃহসুখ
চির আদরের প্রতিশোধে যেন অনাদর উন্মুখ !
করে নি কখনো, জানে নি কখনো এমন কার্য্য সবে
এখন রমারে করিতে হতেছে, করিতেও তারে হবে !
নিপুণ গৃহিনী, শিখিয়াছে সব—তবুও তুষিতে নারে
শাসননদীরা রুক্ষ ভাষায় সদা গালাগালি পাড়ে ।
নির্ব্বাক রমা বলে না কথাটি নিজ হীনতার লাজে—
সমবেদনায় অশ্রু আসিত, সখী সান্ত্বনা সাজে !
শুধু ছিল তার সবার আড়ালে দরদী দয়িত সাথী
নিভৃত নিশীথে বিস্মরি সব দিত সে নিত্য পাতি
প্রেমচুম্বনতলে কম্পিত লাঞ্ছিত চিত খান
ঘুচিত দৈন্য, লভিত পুণ্যঅভিষেকে নব প্রাণ !

দিবসের গ্লানি হইতে না হ'তে অঙ্কিত বুকে তার
পতির সোহাগে ঝরিয়া পড়িত ঝরঝরি চারি ধার!
মধুর অতীত তলায়ে গিয়াছে কোন্ অতলের নীচে
ব্যথাঘেরা তবু বর্ত্তমান এ সুমধুর তার কী যে!
বন্ধবিহীন মুক্তিতে আর নাহি আনন্দ আজ
সব গৌরব সংহত যেন নিবিড় বন্ধ মাঝ।

লোক মুখে শুনি মেয়ের দুঃখ ক্রুদ্ধ কাতর পিতা
উপনীত আসি জামাতার গৃহে—রমা যে উৎপীড়িতা।
বেয়ানের সনে করিয়া কলহ মেয়ে নিয়ে যেতে চায়,
ঝঙ্কারি ব্যান্ স্পষ্ট সরল ভাষায় দিলেন সায়।
অর্দ্ধরুদ্ধ দ্বারনেপথ্যে স্বেদে ও নয়ন জলে
স্থানুসমা রমা হেরিছে ধরণী ঘুরিছে চরণতলে।

জনক যখন কহিল সুতায় চলিয়া আসিতে সাথে—
পড়িতে পড়িতে র'য়ে গেল রমা দরজা আঁকড়ি হাতে!
ফিরে চেয়ে পিতা দেখিল কন্যা দাঁড়ায়ে বিনত চোখে
আঁচলপ্রান্ত জড়ায়ে আঙ্গুলে মাটি খোঁড়ে পদনখে!

ভাবিনী

ক্ষুদ্র পল্লীপ্রান্তরবাল্
কঙ্করশিলা আবিল ধুয়ে
ব'য়ে যায় এক ক্ষুদ্র তটিনী
মুক্তামালার সীমানা থুয়ে।

বর্ষায় সে গো প্লাবি তীরভূমি
বহিয়া আনিত গুল্মলতা,
নিদাঘে আবার যাইত হঠিয়া
ক্ষুব্ধ হতাশ প্রণয়ী যথা!

রামু মোড়লের নাতিনী ভাবিনী
ললিত সুঠাম কিশোরী মেয়ে—
এ নদীপাড়ের আমের বাগানে
যখন-তখন আসিত ধেয়ে।

বড়ই গরীব রামু মণ্ডল
কোন' মতে করে দিনাতিপাত;
কেউ নাই ঘরে—আপনি, ভাবিনী
আর নাতি এক বছর সাত।

ভাবিনী

বৃদ্ধ রামু সে রাজার রাখাল,
হরিশ ছেলেটি ভুগিছে জ্বরে,
তবু সে তাদের মংলাকে নিয়ে
চরাইত নিতি বিলের চরে।

সন্ধ্যায় দিয়ে গোয়ালে সাঁজাল
ভাবিনী ঢুকিত রান্নাঘরে
"দাদা" আর ভা'য়ে খাওয়ায়ে, রাখিত
ভিজাইয়া ভাত প্রাতের তরে!

হরিশ যে দিন পাইত মজুরী
মংলারে নিয়ে ভাবিনী যেত',
সারাদিন ঘুরি বাগানে ও বেড়ে
খুঁটিয়া আনিত যা' কিছু পেত।

কভু দু'টি বেল, একটি কয়েৎ
গোটা কত ন'টে শুশুনি শাক
কিম্বা একটা ঝিঙে বা করলা,
রাত্রে তাহাই হইত পাক।

বড়ই কষ্ট রামু মোড়লের
কেউ তারে ফিরে চাহে না কভু;
পাতিত না হাত—সুখী ছিল সে যে
নিজনির্ভর গর্ব্বে তবু!

চিত্র ও চিত্ত

সে দিন শ্রাবণ বর্ষা ভীষণ
দুর্য্যোগ ছিল সারাটি দিন
ক্ষণেকের' তরে থামেনি দেবতা
সূর্য্য ছিলেন আঁধারে লীন !

মাঠে বাটে সব হাঁটুভরা জল
সাঁজেই অমার নিশীথ যথা,
রাজবাড়ী হতে ফিরিতে নারিয়া
মোড়লের বড় বাজিল ব্যথা !

ভাবিনী হেথায় ভায়েরে খাওয়ায়ে
পাথরে দাদার অন্ন ঢালি,
রহিল বসিয়া মাটির একটি
ছোট্ট প্রদীপ সমুখে জ্বালি !

ঘন গর্জ্জনে ঘূর্ণি ঝঞ্ঝা
চূর্ণিছে কত তরুর শির
বর্ষার কেশ মুষ্ঠে আঁকড়ি
নিস্ফল রোষে কি অস্থির।

পবন-আহত দ্বারের শিকলি
বাজে ক্ষণে ক্ষণে চকিত করি—
ঝাপ্‌টা বাতাস দুয়ার ঠেলিয়া
দিছে বালিকার চিত্ত ভরি।

ভাবিনী

শুনিছে ভাবিনী এ প্রলয়মাঝে
বুড়ার কম্প্র পায়ের ধ্বনি—
অই বুঝি দাদা ক্লান্ত নিবাক্
দ্বারে কর হানে রনন্ ঝনি !

খুলে দেখে দ্বার—কই ? কেউ নাই !!
বায়ু করে যায় অট্টহাস !
রুধিয়া দুয়ার আসে ফিরে ফিরে
কত বার হেন ব্যর্থ আশ !

ভাবিছে ভাবিনী ধ্রুব বিশ্বাসে
না-আসা দাদার হয় নি কভু,
আজিও আসিবে—দুর্য্যোগ আর
দূর পথে দেরী, আসিবে তবু !

হেরে যেন বালা—মাঝপথে দাদা,
একে এ আঁধার তাহাতে জল,
কোথা আ'ল, কোথা পথ ঠিক নাই—
পথ থৈ থৈ সুসমতল !

আমরা তো বেশ আছি ঘরে বসে'
না এলেই তুমি করিতে ভাল—
সরে না বাক্য শুষ্ক কণ্ঠে,
ভাবিছ,—বাঁচিতে পাইলে আলো ?

চিত্র ও চিত্ত

তালের ছাতাটা উড়ে গেছে ঝড়ে
ক্ষুধায় শক্তি নাহি তো হাতে !
খুঁজিছ কি তাই সাশ্রুনয়নে
হাঁতাড়ি আঁধারে এ কাল রাতে ?

রক্তের ধারা ঝরিছে চরণে
ফুটেছে কত না কুশের আগা,
সিক্ত সে চীর জলে শট্‌পট্‌
চলিতে কেবলি হোঁচট লাগা !

হাঁকিল তখন তৃতীয় প্রহর
পল্লীপ্রহরী শৃগাল দলে,
পড়িল লুটিয়া ভাবনাক্লান্ত
ভাবিনীর মাথা মেঝের তলে !

*   *   *   *   *

"যাই, যাই, দাদা,—আহা মরে যাই—
হয়েছে তোমার কষ্ট কত ।"
বলিতে বলিতে ছুটিল কিশোরী
মুছি আঁখি দু'টি তন্দ্রাহত !

"কই ? কত দূরে ? আলো নিয়ে যাব ?
যাই, যাই, দাদা সবুর কর'—
ভয় কি ? এই যে আসিয়াছি আমি—"
বলিয়া ভাবিনী ছুটিল থর ।

থেমেছিল জল ; বাতাস তখনো
রাগে এলোমেলো সরাতে মেঘ—
শিশুর মতন জামা পরে,' তারে
খুলিতে যেমন প্রকাশে বেগ !

ছুটিতে ছুটিতে আসিল ভাবিনী
ঊর্ম্মি-ধ্বনিত নদীর ধারে ;—
আরও গেল সে—নিকটে বা দূরে—
মিলাইল শেষে অন্ধকারে !

* * * *

ফিরিল মোড়ল তখনি ঊষায়
হরিশ তখনো ঘুমায় ঘরে,
ঢুকিতে দুয়ারে কি যে এক বাধা
পাইল বৃদ্ধ বাতাস ভরে' !

করুণ হিয়ার বৃথা প্রতীক্ষা,
মরণের ঘোর আর্ত্তনাদ—
বাড়ীর বাতাস করেছিল ভারী
বৃদ্ধ তাহার পাইল স্বাদ !

"ভাবিনী—ভাবিনী" ডাকিল মোড়ল,
ফিরিল সে ডাক নিরুত্তর !
'সে যে নাই'হেন কেন মনে হয়
রোদন আসিছে নিরন্তর !

চিত্র ও চিত্ত

নীরব নিজন—আসিল না কেউ !
সেবা-পরায়ণ সে ছ'টি হাত
অন্নের থালে রহিছে জাগিয়া—
করে বুড়া ঘন দৃষ্টিপাত ।

চরণ পাটুনী আসিয়া তখনি
আছাড়ি পড়িল আঙনতলে—
"ঘাটে এল যবে, জানি কি তখন
নিশিতে তাহারে পেয়েছে বলে' ?"

মূর্চ্ছিত বুড়া পড়িল লুটিয়া
মেলিল না আর বারেক আঁখি !—
জল-টুঙিবাসী কৃষকেরা বলে'—
আজো ফিরে সে যে দাদারে ডাকি !!

বীর হাম্বির

বীর হাম্বির ভূপ—
মল্লনৃপতি প্রবলপ্রতাপ
ছিল না কেহ সে রূপ !
পথে পথে তার কত অনুচর
লুণ্ঠনে শুধু ছিল তৎপর ;
হইত পূর্ণ রাজভাণ্ডার
লুণ্ঠিত সেই ধনে ;
কুণ্ঠিত তাহে ছিল না সে রাজা
গর্ব্বিত আরো মনে।

পণ্ডিত শ্রীনিবাস
আসিছেন ফিরি নিজ গ্রামে, ত্যজি
বৃন্দাবনপ্রবাস !
সাথে ছিল আট গোশকট-ভরা
পুঁথি কত শত, পড়িলেন ধরা
দস্যুর হাতে ; লুটি নিয়ে গেল
ধন ভাবি রাজকোষে !
স্তম্ভিত দীন বৈরাগী কাঁদে
সারারাতি পথে বসে !!

বিষয়বাঞ্ছা নাই !
জ্ঞানের মতন ধ্যানের বাসনা
নাই কেন—ভাবে তাই
বনপথে বহে শীতবায়ু জোরে
ভ্রুক্ষেপ নাই, শীত লাজে মরে
ডোর-কৌপীন্-সম্বল সেই
লাগি সন্ন্যাসী দেহে—
ভাসি আঁখিজলে দস্যুর গতি
মাগে শ্রীনিবাস স্নেহে।

প্রত্যূষে রাজপুরে
মুণ্ডিতকেশ পণ্ডিত ছুটে
আঁকা-বাঁকা পথ ঘুরে।
দেখে হাম্বির বসি গম্ভীর—
নাহিক বিন্দুলেশ দম্ভীর
সিক্ত নয়নে শোনে ভাগবত—
এই কি দস্যুপতি ?
বিস্মিত চিত দেখে বৈষ্ণব
অতি পুলকিত মতি।

মূর্খ কথক মুখে
ভ্রান্ত ব্যাখ্যা শুনিয়া রাজার
বেদনা বাজিল বুকে।

সত্য শুদ্ধ অর্থের তরে
জনে জনে পুছে কাতরে সাদরে—
শ্রীনিবাস পাশে উত্তর পেয়ে
পদ চুমি ভূমে লুটি
জিজ্ঞাসে রাজা, পরিচয় তাঁর
যোড় করি কর দু'টি !

নির্ব্বাক শ্রীনিবাস—
নির্য্যাতিতের হৃদয়ে জাগিল
গভীর প্রেমোচ্ছ্বাস !
ভুজ-বন্ধন নিবিড় করিয়া
হাম্বিরে নিজ হৃদয়ে ধরিয়া
কহে শ্রীনিবাস—"হে রাজা আমার
হইয়াছে কালি রাতে
সর্ব্ববিনাশ—আটগাড়ী পুঁথি
গেছে দস্যুর হাতে !

"আপনার তারা দাস
শুনি লোক মুখে এসেছিনু আমি
ফিরে নিতে করি আশ !
আপনারে দেখি কিন্তু এখন
সব ফিরে আমি পেয়েছি যেমন !

ভক্তের দেখা, হরিনাম শোনা—
বিপদের এই দান?
পলে পলে তবে আসুক বিপদ,
বিপদেই করি ধ্যান!"

ধন-ভাণ্ডার খুলি
দেখিল নৃপতি নহে সে অর্থ
আছে শুধু পুঁথি গুলি!
জীর্ণ দ্রষ্ট অতি পুরাতন
গ্রন্থ কেবল ধূলার মতন
তুলে নিতে হাতে পড়ে ঝুর্‌ঝুর্,
বিস্মিত দেখি ভূপ—
বৈষ্ণব-মুখে চাহে একবার,
আর দেখে এই স্তূপ!

গোরার পার্শ্বচর
এই আচার্য্য শ্রীনিবাস, শুনি
স্তম্ভিত অন্তর!
সম্ভ্রমে রাজা পদতলে পড়ি
ক্ষমা মাগে আর যায় গড়াগড়ি;
ত্যজিয়া রাজ্য, কৌপীন নিল
দুর্ল্লভ যেন কত—

শিষ্য হইল রাজা, রাণী, প্রজা
　　মল্লভূমির যত।

　　"শ্রীচৈতন্যদাস"
এই নামে বীর হাম্বির রাজা
　　হইল সুপ্রকাশ।
লুণ্ঠিত ধন রত্ন সে আজ
বণ্টিত সব মানবের মাঝ,—
অন্ন ও কূপ জলাশয়ে, আর
　　দীন-দেবতার নামে,
ছোট সে রাজ্য বিস্তৃত আজি
　　বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে।

বিশ্বাস

বরষ পরে গুরু আসিয়া
কহিল—"আরে, এস, এ ধারে—
ভাল তো নুটু ঘোষ?   সকল মঙ্গল?
কেমন চাষবাস এবারে?"

ঘোষজ পুলকিত তনুতে
চরণধুলা ল'য়ে মাথাতে
ঘষিয়া করে-করে   কহিল সবিনয়ে
"সকলি ভাল তব দয়াতে।"

"এবার তবে আর কিছুরি
ওজর করিও না বৃথা এ
ইষ্ট মন্ত্রটি   ধারণ করি ফেল'
কি হবে মিছে কাল বীতায়ে?

"বছরো আছে ভাল, ঊনিশে
অমৃতযোগ গেছে পড়িয়া—
এদিন মেলা ভার!   ও-দিনে ভাবি তাই
ফেলি এ শুভ কাজ করিয়া।

"কি জানি কবে কার হয় কি!
পড়েছে দিন কাল এমনি
আজিকে দেখি যা'য়   কালি সে নাহি, হায়,
স্বপন মনে হয় যেমনি!

"ঘোর এ কলি কি না? সে হেতু
চারিটি পাদ পাপ পূর্ণ!
নহিলে এ দেশের   এ হেন দশা হয়?
গেল এ রসাতলে তুর্ণ।"

রুদ্ধ শ্বাসে নুটু শুনি এ
শঙ্কা গণে মনে—তাই তো
দেশটি রসাতলে   যায় তো কোনখানে
সপরিবারে আমি যাইব!

নীরব দেখি গুরু নুটুরে
ভাবিল কাজ বুঝি হইল,
কহিল—"তবে তাই   যোগাড় কর' গিয়ে
উনিশে দিন ঠিক রইল।"

ধরণী-নিবদ্ধ নয়নে
কহিল নুটুঘোষ—"প্রভু গো,
ছোট যে ছেলে ক'টি!   ইষ্ট-মন্তর
নারিব নিতে এবে কভু তো!"

"পাগল হ'লে নাকি, বাবাজী ?
ছেলেরা ছোট তা'তে কি ক্ষতি ?
মন্ত্র বিনা যে রে শুদ্ধ নহে দেহ
গুরুরে পাওয়া সে তো নিয়তি।

"যা' কিছু কর কাজ সকলি
না হ'লে গুরু নয় সিদ্ধ,
তীর্থ দান ধ্যান দেবতা দ্বিজ পূজা
সবারি মূল গুরু, নিত্য।

"গুরু যে নরাকারে দেবতা
এ ভব-নদী-পার-তরণী !
চতুর্ব্বর্গের ফল তো হাতে-হাতে
করিলে গুরু-সেবা অমনি।

"ভক্তি কর যদি গুরুরে
কিছুরি প্রয়োজন হবে না !
তীর্থধর্ম্মের সবারি সার গুরু
ভবের ভয় আর রবে না !

"মাত্র একবার দিবসে
ইষ্টমন্ত্রটি স্মর' গে—
মুক্তি তবে তব সাধ্য রোধে কেবা ?
যাবেও সশরীরে স্বরগে।"

অশ্রুদরদর নয়নে
ভক্তি-পুলকের আবেশে—
কণ্ঠগদগদ কহিল জুটু—"প্রভু
ক্ষম' এ অবহেলা আদেশে !

"বছর দুই আরো না গেলে
নারিব ও-আদেশ রাখিতে !
কেন তা' শোন' বলি, আমারো কায সাড়া
তা' হলে হ'য়ে যায় বাড়ীতে !

"তখন ছেলে দু'টি তবুও
কাযের মত কিছু হইবে,
পারিবে দু'পয়সা আনিতে ততদিনে
বধূও কায শিখে লইবে।

"রাজার সাথে এই মামলা
চুকিবে ততদিনে, সাড়াব'
ভিটেটুকু, দু'খানা ঘরও তুলে দিব ;
বলদও জোড়া-দুই বাড়াব'।

"তা' হলে ছেলেদের রবে না
অন্নবস্ত্রের দুঃখ
নহিলে ক'বে তারা চিরটাকাল ধরি—
'বাবাটা ছিল অতি মূর্খ।'

"মা-হারা, আহা, তারা বাল্যে—
পায়নি কোন সুখ জীবনে !
এখন আমি যদি কিছু না দিয়ে যাই,
বাচিবে তারা তবে কেমনে ?

"আমিও জানি প্রভু সে কথা
মূর্খ হইলেও বুঝিতো
ইষ্টমন্ত্রটি জপিয়া একবার
গুরুরে যেমনিই পূজিব'—

"অমনি রথ নামি আসিবে
স্বর্গে যেতে হবে চড়িয়া,
তাইতো আগে হ'তে রাখিয়া যেতে চাই
এসব ঠিক্‌ঠাক্‌ করিয়া।"

উঠিল গুরুদেব শিহরি
দেখি এ বিশ্বাস অন্ধ,
আপন হীনতায় সরমে গেল মরি !
মন্ত্র একি নব-চ্ছন্দ !

দেহ ও প্রেম

শ্রেষ্ঠ নটী মোতিয়ার নাম অবিদিত কারো নাহি আজ
মোহিছে যে পুর-জন-হিয়া দিয়া নিত্য নানা গীত নাচ !
কত ধনী বিলাসী পুরুষ পেতে যার তুচ্ছ অঙ্গসুখ
ব্যর্থ হয়ে নিন্দি মোতিয়ায়—হয়ে আছে আজিও উন্মুখ ।
যে নারীর নূপুর-নিক্কণে মুগ্ধ হয়ে লালসা বিপুল
পণ রাখে সর্ব্বস্ব নিমেষে দিতে পায় ঐশ্বর্য্য অতুল !
যে নটীর নৃত্য গীত রীতি কণ্ঠস্বর ভঙ্গী আদি যারে
কলাবৎ প্রশংসে সতত, নবীনেরা সদা অনুকারে !—
আজি তার বুঝি শেষ দিন, শেষ বুঝি নটী-জীবনের,
আসে ছুটি দীর্ঘ অফুরান—ধরি হাত কম্প্র মরণের !

সুরম্য এ অট্টালিকা-মাঝে সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে শয়ান
শঙ্খ-শুভ্র শয্যাতলে নারী, মৌন, রুগ্ন—অলস নয়ান !
শ্লথ দু'টি চরণের তলে নৃত্যতাল মাগিছে বিদায়
অঙ্গ ঘেরি রূপপরীগণ অশ্রুরাগে শেষ চাওয়া চায় !
চিত্র পুষ্প স্ফাটিক সজ্জারা ম্লান.. [illegible]রি ও-কর পরশ
সারা গৃহ নিঃশব্দে ম্রিয়মাণ—থাকিত যা সঙ্গীতে সরস !
ললিত ডাক্তার পাশে বসি একখানি কাষ্ঠ-কেদারায়
হতাশ্বাসে গণিতেছে কাল—এই বুঝি ফুরাইয়া যায় !
শয্যাতলে নীরব রোগিনী পাশে তার নীরব ডাক্তার
কারো মুখে কোন' কথা নাই—চাহে মুখে দুজনে দোঁহার

ভগ্ন কণ্ঠে কহিল মোতিয়া টানা-আঁখি টানি উচ্চ করি—
"আর কেউ আছে কি এ ঘরে? থাকে যদি যেতে বল সরি"
"কেউ নাই তুমি আমি ছাড়া"—উত্তরিল ডাক্তার ললিত
উপাধানে ভর করি বসি কহে নারী কণ্ঠ বিকম্পিত—
"আজি এই মরণের ক্ষণে অনুরোধ একটি আমার
তোমারে তা' রাখিতে হবেই, শেষ সাধ এই পতিতার!
এই মোর অলঙ্কারগুলি স্ত্রীরে তব মোর উপহার
শেষ স্নেহআশীর্ব্বাদ সহ দিও—এই যাচনা আমার।"
এত কহি শয্যাতল হতে অলঙ্কারপূর্ণ পেটিকায়
ললিতের হাতে তুলি দিতে আঁখিজলে দেখিতে না পায়।

"ভাবিও না নিন্দিতার দান সতীতনু স্পর্শিবে কেমনে—"
বাধা দিয়া কহিল ললিত কৃতজ্ঞতা-সজল নয়নে।—
"ওকি কথা? এযে অভিনব, তুমি আজ পাষাণ-কঠিন।
প্রকাশিতে ভাষা নাই মোর তব পাশে মোর কি যে ঋণ।
আজ' মনে পড়ে মোর সেই আসি হেথা প্রথম যখন
কেহ না জানিত মোরে, কেহ মোরে ডাকি পুছেনি কখন।
ছিল অনবন্ধুখ্যাতিহীন নগরী এ দরিদ্র জনায়
তুমি তারে করে দেছ হেন আশাভরা সুখ-পূর্ণিমায়।
এ অখ্যাতে তুমি স্নেহময়ী পরিচিত করাইয়া দিলে
আজ মোরে তাই চিনে সবে কি ধনী কি গরীবেরা মিলে!

"যাহা কিছু আছে মোর আজি স্বল্প ধন খ্যাতি কিম্বা মান
ভাবিও না মিথ্যা চাটু ইহা—এ সকলি তোমারি যে দান!
স্বার্থান্বেষী মানব আমরা স্বার্থতরে ক্রীতদাস হই—
তাই বলে দেবীরে চিনিনা, হেন মূর্খ আমি কভু নই!
কে বলে পতিতা তোমা নারী? তুমি দেবী অনিন্দিতা অয়ি,
দেখিয়াছি, শুনিয়াছি যাহা, তাতে তুমি সতী স্নেহময়ী।"
মৃত্যুচ্ছায়াপাণ্ডুর বদনে উদ্ভাসিল কি যে বর্ণ বিভা
চমকিল দেখি তা ললিত—উপেক্ষিতা সুন্দরী সে কিবা!
কিছুক্ষণে সুধাল ললিত—"ওগো মোরে ক্ষমা যদি কর'
সুধাই তোমারে এক কথা, জানিতে তা' ইচ্ছা মোর বড়।"

—"কর' প্রশ্ন, লও পরিচয়, রাখিও না কোন কিছু ফাঁক
দিব আমি সকল উত্তর নাহি আর মানলজ্জা-জাঁক।"
"নহ' তুমি ইন্দ্রিয়ের দাসী, নহ' তুমি অর্থেরো কাঙালী—
তবে কেন তুমি এই পথে আসিয়াছ, একি চতুরালী?
মনে হয় সতত আমার, দেবতার নির্ম্মাল্য এ কোন্—
ঝটিকায় উড়ে-পড়া ছাড়া, পথে তার কিবা প্রয়োজন?"
দৃপ্ত কণ্ঠে কহিল মোতিয়া—"সত্য, বন্ধু, উড়ে-পড়া ফুল!
আমিও যে ছিনু কুলবধূ ভাগ্যদোষে হারাইনু কূল!"
"কহ ওগো, কহ বিবরিয়া, বড় বাঞ্ছা শুনি সে কাহিনী—
কোন্ পশু সাধিল এ বাদ তব সনে, সুন্দরী কামিনি!"

—"নিন্দিও না আজি আর বৃথা, হয়ে গেছে বহু দেরী এবে
গুরুজন সে ব্যক্তি তোমার। থাক্, থাক্, কায নাই ভেবে।"
"গুরুজন সে ব্যক্তি আমার? একি শুনি রহস্য ভীষণ।
কহ, নারি, কহ সত্য কথা, জ্বলে প্রাণে তীব্র হুতাশন।"
কৌতূহলে চিন্তায় উচ্ছ্বাসে ললিতের বদনমণ্ডল
ঘন পাংশু পাণ্ডুর মলিন ললাটে ফুটিল স্বেদজল।
উপাধানে মুখখানি রাখি, কহে নারী সসঙ্কোচে ধীরে—
"পিতা তব, শ্বশুর আমার, নমি তাঁয় ভক্তিনত শিরে।
এতদিন মিথ্যা মরে' ছিনু, আজ মোর সত্য সে মরণ—
বড় ভাগ্যবতী আমি তাই, পেনু আজ তোমার চরণ।"

বজ্রাঘাতে স্তম্ভিত যেমন, কণ্ঠরুদ্ধ নিশ্চেতন প্রায়
স্পন্দহীন বসিয়া ললিত, কি বলিবে খুঁজিয়া না পায়।
—"সেই দিন শ্বশুর আমায় আনিতেছিলেন তাঁর ঘর
পথে দস্যু আমারে যখন অসম্মানে হল অগ্রসর,
পিতা তব প্রাণভয়ে নিজে পলাইল ফেলি বালবধু,—
কি করিব নিরুপায়—মোর বয়স তো চৌদ্দ বর্ষ শুধু।
ভার লয়ে রক্ষক যে সাজে, সে যদি না রাখে অঙ্গীকার
অর্পে যদি সে-ই দস্যুকরে, নিঃস্ব তবে বাঁচে কি প্রকার?
নাহি বল, নাহিক সম্বল, নিরুপায় আত্মসমর্পিতা
ত্যজি যে পলায়, সে নিষ্পাপ আর যত দোষী, উৎপীড়িতা?

"বেশ ধর্ম্ম, বেশ সে সমাজ, নাহি বুদ্ধি বিবেচনা তথা—
পুরুষেরা কাপুরুষ সব, অধর্ম্মই ধর্ম্মের বারতা।
নিত্য নব রচিয়া শাসন সেবারতা রমনীর তরে
গর্জ্জিছে নির্ব্বিষ সর্পসম, দণ্ড ধরি বলহীন করে!
সয় নারী, আসিতেছে স'য়ে, সহিবেও সৃষ্টি যত দিন
যত খুশী দাও তার শিরে, সর্ব্বসহা রবে অমলিন!
যাক সব বাজে কথা; শুন—শেষে যবে পঁহুছিনু ঘরে
'দূর্ দূর্ কলঙ্কিনী' বলি—ধূলা পা'য় খেদাইল মোরে!
কার দোষে? কাহার ক্রটিতে হনু আমি ত্যজ্য কলঙ্কিনী?
নিরুত্তর! ত্যজিয়া আশ্রিতে, নিজদোষ ঢাকিলেন তিনি!

"এড়াইয়া নানা বিঘ্ন বাধা কাটাইনু পথে পথে, হায়,
কত দিন, কত যে রজনী, জানেন তা' নিঃস্বের সহায়!
প্রিয়তম, ছিলে সে দুর্দ্দিনে অধ্যয়নে তুমি তো প্রবাসে
মোর মিথ্যা মরণ সম্বাদ রটি গেল স্বজনসকাশে!
লুপ্ত হল বিশাল পৃথিবী একাকিনী বালিকার চোখে
কলঙ্কেরে করিয়া মুকুট চলিলাম নিরুদ্দেশ লোকে!
কত বল কত প্রলোভন জিনিয়াছি তার পরি হতে,
নিজ ভার নিতে নিজ করে শিখিনু গো দাঁড়াইয়া পথে।
কুরুরাজসভাতলে আমি নির্য্যাতিতা পাঞ্চালী সমান
দিনু ছাড়ি বস্ত্রশেষাঞ্চল—অবতীর্ণ হল ভগবান্!

চিত্র ও চিত্ত

"এই দেখ ছবি তব মম আছে মোর গুপ্ত বক্ষতলে
এই সাক্ষী আছে মোর চির, পবিত্রতা রাখা যার বলে!
"একদিন, শুধু একদিন, এ-জীবনে হয়েছি পতিতা
সেও যে গো নহে মোর দোষে! উপেক্ষিতা আমি উৎপীড়িতা!
পঞ্চত্রিংশ বর্ষে আজি এই পেনু আমি পতি-দরশন
এ প্রথম, এই শেষ, মোর পরিচয়, আলাপ মিলন!
তুমি মোরে চিনিতে পারনি, চিনিয়াছি তোমারে ত' আমি—
সে কি আজ? বিংশতি বরষ—আমি ছিনু পত্নী, তুমি স্বামী।
নৃত্যগীতকলাবিদ্যা শিখি অর্জ্জিয়াছি অন্ন পুণ্য পথে
না হইয়া আত্মঘাতী, আর জলাঞ্জলি দিয়া নারীব্রতে!

"তবু ভাবে নিন্দয় জগত—এ আমার প্রাণ আর দেহ
সব ভাণ অপমান ছলে সুসজ্জিত বিলাসের গেহ।
"যেন হেথা নাহি পুণ্য কিছু—শঙ্খ রবে খুলে না দুয়ার,
কামনা ও কাঞ্চনেই হয় সন্ধ্যারতি চিত্তদেবতার!
ক্ষম' মোর প্রগল্‌ভতা আজি, থেকো সুখে, ভুলো এ দুঃস্মৃতি—
করেনিক' যারে কেউ ক্ষমা—তুমি তারে ক্ষম', এ মিনতি।
দেহ মোর হয়েছে পতিত, প্রেম আছে চির অমলিন
গেছে ফুল যদিও শুকায়ে তবু ও সে নহে গন্ধহীন।"
"ওগো বধু, ওগো সতি, প্রিয়া, উপেক্ষিতা হে মোর দয়িতা,
কোথা যাও? এস ফিরে, এস মোর প্রাণে, হে প্রাণের মিতা"
উচ্ছ্বসিত আবেগ-উন্মাদ শয্যাতলে পড়িল ললিত
তনুলতা প্রিয়ার তখন প্রাণহীন আছিল পতিত।

তপোবিনিময়

নারদ—

ছি ছি ঋষিবর, এত কাল এত যত্নে
ব্রহ্মচর্য্য পালি,হারাইলে সেই রত্নে ?
কার কন্যা, কোথা জন্ম—তারে, তপোধন,
ঠাঁই দিয়ে কলঙ্কিলে পুণ্য তপোবন ?

কণ্ব—

প্রাণের আদেশে, মুনি, করিয়াছি যাহা—
পাপ হোক্, পুণ্য হোক—ফিরাব না তাহা !

নারদ—

এ তোমার মহা ভ্রম ! সংসারী অজ্ঞান
এই মায়ামোহে মজে' ত্যজে ভগবান।
তাপসের হৃদে এই স্নেহের প্রতাপ
তপোবিঘ্নকারী এ যে ক্ষমাহীন পাপ !

কণ্ব—

দয়ার জগতে, ঋষি, স্নেহ দয়া পাপ ?
আত্মার এ আত্মহত্যা—এ যে অভিশাপ !
স্নেহ প্রেম মহী হতে যদি চলে যায়
সৃষ্টির তা' হলে আর কি র'বে সহায় ?

জীবরক্তে কলঙ্কিত ব্যাঘ্রীর' অন্তর
বাৎসল্যের ফল্গুস্রোতে পূর্ণ নিরন্তর !
সর্পমাতা ডিম্ব তার কেন আগুলায় ?
স্নেহের কর্ত্তব্য তারে স্নেহ যে শিখায়।
হৃদিহীন স্বর্গনটী পণ্যদেহা নারী
সত্তোজাতা বালিকারে বনমাঝে ছাড়ি
স্বর্গে গেছে চলি, জননীত্বে পদাঘাতি—
অবনীতে রাখি ঘোর স্বর্গের অখ্যাতি।
আপন সন্তান ত্যজে ত্রিদিব-পাষাণী—
পাখী ছলছল আঁখি, সে যে মর্ত্ত্যপ্রাণী।
স্বর্গ করে শিলাবৃষ্টি গভীর হুঙ্কার
মর্ত্ত্যে জাগে মাতৃস্নেহ স্থির নির্ব্বিকার।
সমর্পিয়া আপনারে মৃত্যুর কবলে
রক্ষিল শিশুরে পাখী ঢাকি পক্ষতলে।
বুঝিনু ধরাই স্বর্গ, স্নেহ শেষদ্বার
তির্য্যক দেবেরো বাড়া প্রণম্য আমার।
শুনিনু শকুন্তকণ্ঠে বিষ্ণুর আহ্বান
অনাথ শিশুরে তাই দিনু গৃহে স্থান।

নারদ—

তপস্যা-রত্নের সেই মহাস্বর্ণকার
গড়িছেন এই রূপে পুণ্য-অলঙ্কার—

ঝুটা খাঁটি পরীক্ষার নিকষশিলায়
বিচ্যুতি-রসান্ দেখা কিবা ধরা যায়।

কণ্ব—

হে সত্তম, দয়া প্রেম যদি চ্যুতি হয়
তাঁহার দয়াল নাম কোথা তবে রয়?

নারদ—

বুঝেও না বোঝ' যদি, যাও তবে নামি
পঙ্কিল ফেণিলাবর্ত্তে—নিরুপায় আমি।

কণ্ব—

কাঁদিলে পরের দুঃখে যদি পুণ্য যায়,
যাক্ পুণ্য, থাক্ পাপ—বরিব মাথায়।
তুমি বুঝি ভাব, মুনি, তপঃশুষ্ক হিয়া
নির্ম্মম কঠোর আত্মমগ্ন, স্বার্থ নিয়া
ব্যস্ত সদা, পরদুঃখে উঠে না যা' কাঁদি,
সৌন্দর্য্যের পাদমূলে বিকায় না সাধি,
ত্যাগভাণে এ সুন্দর জগতে বিমুখ—
সেই চিত্ত-শৈলে জন্মে স্বর্গের যা সুখ?
ক্ষমা কর', হে দেবর্ষি, আমি ক্ষুদ্র মতি
কল্পনা করিতে নারি স্বর্গে সে দুর্গতি।
এত কাল এত যুগ দীর্ঘ এ জীবন
ব্যয় করি, ক্ষয় করি, করিব সৃজন

সে অনন্ত হৃদিহীন অবরোধলোক—
নাহি যেথা হাসি অশ্রু প্রেম দয়া শোক ?
বৈচিত্র্যবিহীন সেই শুষ্ক স্তব্ধ পুরে
জানিনা আনন্দ কী যে, বাঁধা কোন সুরে।

নারদ—

বুদ্ধিভ্রংশ মুনি তুমি উঠ উঠ জাগি—
কাচ পেয়েই অবহেল' কাঞ্চন কি লাগি ?
স্নেহ—মোহ ! এই শিশু টানিছে তোমারে
গতিহীন মুক্তিহারা মায়ার সংসারে।

কণ্ব—

দেবর্ষি, জানেন মন সেই অন্তর্যামী—
দেবতা দানব ন'ন্, তিনি দীনস্বামী।
তপঃ সাধি যাহা তুমি চাহ' বিসর্জ্জিতে
মহা পুণ্যফলে আমি পেয়েছি তা চিতে—
দীনে স্নেহ, হীনে দয়া, বিনিময়ে যার
দিতে পারি ফল মোর সর্ব্ব তপস্যার।

নারদ—

মুক্তি তব দূর-পরাহত ! ঋষিরাজ,
লাজে হেঁট মাথা আজি তাপসসমাজ
কলঙ্কে তোমার।

কণ্ঠ—

কেন হইব লজ্জিত ?

এই যে অনন্ত বিশ্ব হেন সুসজ্জিত
তরুলতা ফুলে ফলে মরুঅটবীতে
জীবের সম্ভোগ্য করি, ব্যর্থ করি দিতে
তা' সবায় শক্তি তাহি মোর। কোন্ প্রান্তে
র'ব মুখ ফিরাইরা সে কাহার ধ্যানে ?
ধেয়াই সুন্দরে যেই, সৌন্দর্য্য এ সব
সেই ধ্যেয় পুরুষের আনন্দ-আসব।
স্নেহ প্রেম প্রীতি ভক্তি দয়া বিসর্জ্জিয়া
শুষ্ক হিয়া দিব তাঁর চরণে অর্পিয়া ?
কেবল আকাঙ্খা তীব্র ব্যর্থ ও বিমুখ
জীবনের শূন্য সাজি, শুষ্ক মন্ত্রটুক
সম্বল করিয়া সেথা দাঁড়াইব গিয়া ?
উঠিবে না দেবলোক টিটকারী দিয়া ?
ক'বে নাকি উপহাসি—"যাও পুনরায়
শুধিয়া জন্মের ঋণ আসিও হেথায়।
রে মূর্খ, বাস্তব স্বর্গ ধরণীতে ফেলি
কার বাক্যে স্বর্গ-কামে মৃত্যুপুরে এলি ?"
লাজে দুঃখে নিরুত্তর, ব্যর্থ সাধনায়
তখনি ফিরিতে হবে ঘোর নিরাশায়।

৭

স্বর্গ যে আনন্দ-লোক, প্রীতি-রসায়নে
রঞ্জিত অমর-পুরী। ধরণীর সনে
চির-যুক্ত সে যে। ওগো, করি তা' কেমনে
বিচ্ছিন্ন এ মহী হ'তে? মানুষের সনে
এতকাল একত্রে রহি, যদি নারি
ভালবাসিবারে স্বার্থের মমতা ছাড়ি,
সেবিতে তুষিতে এই স্নেহ-তুষ্ট জীবে—
কোন্ উচ্চ পুণ্যে তবে বাঞ্ছিব ত্রিদিবে?
স্বেচ্ছায় করিনি ব্যয় যেই বাক্য মোর
পরদুঃখে স্ফুরে নাই যে কণ্ঠ কঠোর
সে পরুষ নিষ্করুণ বাক্যে মন্ত্র-জপ
তুষিবে না হিয়া তাঁর জেনো, মহাতপ!

নারদ—

স্তব্ধ হও, করিও না আর বাড়াবাড়ি,
ভ্রষ্ট ঘোর ভণ্ড মুনি মিথ্যাপাপাচারী!

কণ্ব—

মুনি-ধর্ম্মে ভ্রষ্ট হই ক্ষতি নাহি বড়—
প্রেম-ধর্ম্মে সিদ্ধ হই আশীর্ব্বাদ কর।'

বসন্ত-সেনা

নটী বসন্ত-সেনা—
সঙ্গীতে রূপে নৃত্যে মোহিনী
নগরে সবারি চেনা।
কেহ ঝুরে তার সঙ্গীত লাগি
কেহ বা নৃত্য-লীলা-অনুরাগী,
কেহ বা তাহার ফিরে রূপ মাগি—
সবাই তাহার কেনা।

প্রতি নিশি-দিন ধরি—
নব নব তার স্তাবক-কণ্ঠে
উঠে জয়-গান ভরি।
স্তূপাকার ধন বসন ভূষণে
নিতি জমে ভেট, আনে ধনি জনে,—
নটী কভু তাহা দেখে না নয়নে
এতটুকু কৃপা করি।

সেদিন রাজার পালা—
বসন্ত-সেনা বসি বিরলা
মুখখানি কালি-ঢালা।
পুছিলা নৃপতি—"কেন সুন্দরি,
নিশি-গন্ধার ম্লান মঞ্জরী,
এ মধুর রাতি কি দুখে গুমরি—?
সহে না প্রাণে এ জ্বালা।"

বসন্ত-সেনা কহে—
"আমার এ ব্যথা শুনিয়া কি ফল,
এ যে গো যাবার নহে।
তোমাদের এই কপট করুণা
দয়া করে' আর ক'রোনা, ক'রোনা,
আর শেলাঘাতে দাসীরে মেরো না—
মরিতেছি, প্রাণ দহে।"

কহে প্রমত্ত রাজা—
"চাও দিতে পারি অর্থ, অথবা
বুকের রক্ত তাজা।"
নটী কহে ধীরে—"অর্থ আমার
যত আছে, নাই কোষেতে রাজার;
বুকের রক্তে এই কারবার—
ও সব দারুণ শাজা।"

নৃপ কহে আরো জোরে
"যা বলিবে তাই নিশ্চয় দিব,
এবার বল,' কি, মোরে।"
কহে নটী—"আছে নাম উদয়ন,
ভিক্ষুক এক দীন ব্রাহ্মণ,
ভিক্ষা আমার লয় না সে জন—
আসে নাও—মোর দো'রে।

"কত দিন আমি নিজে
যাচিয়া ভিক্ষা দিতে গিয়েছিনু
লয় নি' সে ভেবে কি যে!
ভিখারী অন্ধ অনাথ আতুর
সকলেরে দিই ভিক্ষা প্রচুর,
শুধু এই জন করে মোরে দূর—
শাস্তি দাও এই দ্বিজে।"

নৃপতি হৃষ্ট মন,
কহিল সোহাগে—"এই? এরি লাগি
কেন এত আবেদন?"
রাজার আদেশে পরদিন প্রাতে,
বাঁধিয়া আনিল দিয়া দড়ি হাতে
উদয়নে, দূত রাজার সভাতে—
নর-নারী অগণন।

রাজ-অনুরোধ ক্রমে,
আদেশ হইতে দণ্ডে উঠিল
ঝঙ্কারি সপ্তমে।
উদয়ন শুধু নত-আঁখে রহি
স্পর্দ্ধার দান লইবে না কহি
মৃত্যু-আজ্ঞা নির্ভয়ে বহি
ফিরিল নিজাশ্রমে।

চিত্র ও চিত্ত

বরষা-বাদল রাতি—
বজ্র-ডমরু জলদ-মাদলে
ঝঞ্ঝা-নৃত্যে মাতি,
নাচে নট-নাথ ; নিবিড় আঁধার—
ঘাট বাট মাঠ জলে জলাকার,
বিদ্যুৎ-কশা-সঘন-প্রহার—
শিহরে বিশ্ব-ভাতি।

বসন্ত-সেনা ধীরে
নমি উদয়নে, সিক্ত বসনে
উপজিল এ কুটীরে।
ধ্যান ভাঙি দেখি দ্বিজ এ নিভৃতে,
নটীরে এ হেন প্রলয়-নিশীথে
ইঙ্গিতে তারে কহিয়া বসিতে,
দাঁড়াইল নত শিরে।

রমণী কহিল কাঁদি—
"ক্ষম' ব্রাহ্মণ, নির্বোধ নারী,
আমি অতি অপরাধী।
তেয়াগিয়া সব ধন জন মন
এসেছি রিক্ত তোমারি সদন
লইতে তোমার চরণে শরণ—
দুটি পায় ধরি সাধি।"

কহে উদয়ন—"মাতা,
আজি তব দান লব' বহু মানে,
অবনত করি মাথা।
নারী যে চির—"মা"—গণিকা সে নয়,
পণ্য-শালা কি ও দেহ-হৃদয়,
প্রাণ যে-স্তন্যে মুকুলিত হয়,
দেহে যে জীবন দাতা ?"
বাহিরে তখন সুনীল গগন—
ধরণী জ্যোৎস্না-স্নাতা।

ধর্ম্ম-পত্নী

রঞ্জন যখন গিয়েছিল তলিয়ে অতল তলে
প্রণয়িনীর কপট প্রেমের মায়া-সাগর জলে,
আকণ্ঠ-পান করি প্রিয়ার প্রণয়, মদের মত,
মদের চেয়েও উগ্রতর শত,
প্রেমের নেশায় বকচে বাজে
অকারণ সে নানান্ কথার মাঝে
জিজ্ঞাসিল যুবক রমণীরে,
ধীরে অতি ধীরে
নিঃশ্বসিয়া মানের ভাণে,
করুণতর নয়ন দু'টি তুলে নারীর পানে—
—"বল' দেখি আমায় কেমন ভালবাস' প্রিয়ে?"
ক্রুদ্ধ হ'য়ে উত্তরিল নারী দিগন্তরে মুখটি ফিরাইয়ে—
—"এখনো কি বুঝতে পারনি এ?"
বল্‌তে বল্‌তে পড়লো নারীর কালো আঁখির তপ্ত শাদা জল;
কইল যুবা—"সব বুঝিচি, সব বুঝিচি—ঠাট্টা, এটা ছল।"

হ'ল আবার প্রেমের নূতন পরিচ্ছেদের সুরু—
ভালবাসা কাহার লঘু, কাহারি বা গুরু!
সাক্ষী সাবুদ প্রমাণ
দুই জনেতেই করলো জড়ো হিমালয়ের সমান।

মীমাংসা তো হলই নাক' কিছু
বরং আরো প্রমাণ দেবে বলে' ক্ষেপল দু'য়েই, কেউ হবে না নীচু।
আদর সোহাগ উঠল ক্রমে
তর্কের সপ্তমে ;
ভালবাসার পরিমাণের দিতে প্রমাণ-মাপ
যুবার নব-যৌবন যেন বেরিয়ে এল তলোয়ারের মতন ত্যজি খাপ
যুদ্ধ ঘোষণায় ;
রক্তরঙে রঙীন খেলা দেখবে বাসনায়
ব্যঙ্গ ভরে রঙ্গ-প্রিয়া রঙ্গিনীটি কয়—
—"ঢের দেখেছি তোমার মতন, বচনেতে কম তো কেউই নয়।"

নিস্প্রভ-ম্লান চক্ষু দু'টোয় যুবার
জ্বল্‌ল আগুন দারুণ প্রতিজ্ঞার—
কর্‌বে প্রমাণ জীবন দিয়েও ভালবাসা তার।
কইল যুবক—"প্রিয়ে,
তোমার তরেই নিঃস্ব আমি আজ, পত্নীপুত্র সব বিসর্জ্জন দিয়ে
ধন দৌলৎ সব দিয়েছি, শেষ-কড়িটিও রাখিনিক' ঘরে,
দেনার দায়ে ভিটেও যাবার দাখিল, স্ত্রীপুত্রেরা অনাহারে মরে।
একটিবারও চাইনা তাদের পানে,
তাদের কথা শুনিওনাক' কানে,
জানিও নাক' ঠিক
কে মর্‌ল কে বেঁচে আছে, কি কব' অধিক!

তোমায় শুধু নিয়ে

তোমার প্রেমের পুণ্য-প্রয়াগ-তীর্থ নীরে মগ্ন হ'য়ে গিয়ে

বেঁচে আছি তোমায় ভালবেসে—

আর কিনা সেই তুমিই আমায় দিচ্ছ দাগা এমন অবশেষে ?"

কইল নারী রুখে

অশ্রু-ভেজা ব্যঙ্গ বচন হানি, স্পন্দ-দোদুল বুকে—

—"স্মরণে কি পড়ে ?

বলেছিলে সেদিন যে হে খুবই সাপট করে',

একদিনেরো তরে তোমার স্ত্রীরে করে' দেবে আমার রাঁধুনি যে—

কি হল তা ? গ'লে তাহার কাঁদুনীতে

প্রতিজ্ঞাটি গেছ' তো বেশ ভুলে—

আবার তবে কোন্ লজ্জায় কও কথা মুখ তুলে ?

এমনি তুমি লজ্জাহীনই বটো—

আর এসো না আমার বাড়ী, এখান থেকে ওঠো।"

ছুটল যুবা বাড়ীর পানে মুখটি করে নীচু,

কইল স্ত্রীরে—"শোনো ওগো, কথা আছে কিছু।"

পত্নী জবাব দিল কেঁদে—"আর কিছু নাই ঘরে

কেবল ক'খান ছেঁড়া কাঁথা মাটির ভাঁড় ঐ আছে কোণে পড়ে'

পিতল কাঁসা সব-তো নেছ,' বাকী কেবল বটি

দয়া করে' নিওনা ও-ক'টি—"

রঞ্জন কয়—"না, না, কিছুই চাইনা আমি, শোনো আমার কথা,
এই দণ্ডেই ঘুচে যাবে তোমার সকল ব্যথা,
পাবে প্রচুর অর্থ ও ধন—
ছেলেগুলোও খেয়ে-পরে' পাবে নূতন জীবন ;
আমিও ফিরে আসতে পারি
আবার নিজের বাড়ী
কেবলমাত্র এক অনুরোধ রাখ' যদি, প্রিয়ে,
যাজ্ঞসেনীর মতন আমায় প্রতিজ্ঞা-পাশ হ'তে উদ্ধারিয়ে—"
—"বল' বল' থামলে কেন ?
কি কাজ হেন,
স্বামীপুতের জন্যে নারী করতে কিবা নারে ?"—
পুলক-ভরা উৎকণ্ঠাতে জিজ্ঞাসিল পত্নী তাহার স্বামী-দেবতারে।

কইল স্বামী—"কথা এমন কিছুই এ নয়,
যাহোক্ দু'টো রাঁধতে তোমায় প্রত্যহই তো হয়—
তাই-বলি-কি, একটি—শুধু একটি বেলার তরে
পায়ের ধুলো দাও যদি মোর রঙ্গিণীর ঐ ঘরে !
সাধ হয়েছে বড়ই তার
তোমার হাতের মধুর রান্না খাবে সে একবার।
এই কামনা পূর্ণ হ'লে সে
ব্যবসা ছেড়ে, তল্পী তুলে, চলে যাবে কাশী—বলেছে।"

স্বামীর কথায় বাক্যহারা নিমেষ-হত আগুন-ভরা আঁখি
পড়ল' প্রিয়া সংজ্ঞাহীনা পতির পানে খানিক চেয়ে থাকি !

পতিব্রতা

যতই সুধান গাঁয়ের হাকিমগণ—
ততই নারী মুখটি নামায়, জলে-ভরা ডাগর দু'নয়ন,
শিশুটিরে ততই জোরে আঁকড়ে ধরে বুকে,—
জবাব কিন্তু দেয় না কিছুই মুখে।

পঞ্চায়েতের প্রপঞ্চেতে সেদিন গ্রামে তাই
স্থির হ'ল সে দুঃখিনীরে এ গ্রাম হ'তে তাড়িয়ে দেওয়াই চাই;
কারণ তাতে গ্রামের বড়ই ক্ষতি—
ওর দৃষ্টান্তে পাছে সবাই শ্রদ্ধা হারায় সতীত্বেরি প্রতি।
বিচারকদের বিচার হ'ল শেষ—
দণ্ড নিল নারী, দৃষ্টি-নির্নিমেষ,—
—দাও তাড়িয়ে, ঘোল ঢেলে ওর মুড়িয়ে মাথার কেশ।

সমাজ-পতি স্বামীরে তার বল্‌লে চারু-লতা
—"দোহাই স্বামি, শুনোনাক' এদের কারু কথা।
এরা সবাই মিথ্যা কথার ছলে
পতিহীনা দরিদ্র সে ব'লে,
কর্‌তে চাহে কলঙ্কিত—ব্যর্থ-কামী যত পশুর দল;
ক্ষুব্ধ নহে তা'তে সেতো, আছেই অচঞ্চল।
কেবল স্বামীর ভিটের মায়াই তা'কে
গাঁয়ের সাথে বেঁধেছে তার মনটি শত পাকে।
এ চক্রান্তে ভুল্‌বেও যে তুমি,
ভাব্‌তে সেটা, পায়ের তলে মোর যাচ্ছে স'রে ভূমি।"

পতিব্রতা

বিজ্ঞ-ভাবে কইল পতি—"চারু,
আমি গাঁয়ের হর্ত্তা কর্ত্তা, ভাবো, এমন সাধ্যি আছে কারু
আমায় ঠকায় মিছে কথা ব'লে আমার পাশে?
তোমার কথা শুনে আমার হাসিই কেবল আসে।
বিশেষ ভেবে দেখেছি তো আমি.
কেমন ক'রে দিন চলে ওর,নেইক' যখন জমিদারী তেজারতী স্বামী?
এটা ছাড়া, সন্দ করেন শিরোমণি প্রভু,
যে-সে লোক তো তিনি নহেন,
তাঁর কথা কি ঠেল্‌তে পারি কভু?"

"কেবল কথা? সন্দ মাত্র? এই কি নারীর দাম?
সত্যি হোক্ কি মিথ্যেই হোক্ হ'লেই হল নাম?
অম্‌নি নারী ভাঙে কাচের বাসন,
শূন্য ক'রে গৃহের দর্ভ-আসন,
নির্ব্বাসনের দণ্ড দিয়ে আস্তাকুঁড়ে যাবেন দেবী এই কি সমাজ-শাসন?"
বৃথাই অনুযোগ—
জবাব দিলেন হেসে স্বামী—"মহাপাতক ব্যভিচারের করুক ফল ভোগ।"

পাঁচ বছরের মাঝে—
দেখ্‌ল চারু কতই ব্যাপার গাঁয়ের এ সমাজে,
ধর্ম্ম-ধ্বজী সমাজপতির কথায় এবং কাজে।
কিন্তু তা'তে মন তার ত দেয় না কোনো সাড়া,
নিজের কথাই করে সদাই একলা নিজের মনে তোলাপাড়া।
স্বামী থাকেন গৃহান্তরে প্রণয়িণীর সহ,
চারু শুধুই একলা ঘরে কাঁদে, কেবল কাঁদে অহরহ।

বান ডেকেছে সেদিন গাঁয়ের পথে
বের হওয়া তো যায় না কোনোই মতে,
কাজেই নিরুপায়—
স্বামী এলেন আস্তে আস্তে, চারুর ঘরে শয়ন-কামনায়।
যা' ক'রে হোক্ রাত কাটাতে হ'বে—
অধৈর্য্য ও অশোয়াস্তি—তাঁহার দেহে চক্ষে কণ্ঠরবে।

এতদিনের পরে
স্বামীরে আজ আস্‌তে দেখে হঠাৎ নিজের ঘরে
আচম্বিতে শয্যারি একধারে,
শুয়ে ছিল, ধড়্‌মড়িয়ে উঠ্‌ল চারু দাঁড়িয়ে একেবারে।
কইল স্বামী শুষ্ক গলায়—"উঠ্‌চ কেন? শোও,
একি হ'ল? যাচ্ছ কোথা? থোও, বালিশ থোও!
ভাব্‌লাম ব'সে সন্ধ্যাকালে চারুরে মোর আজ
দেখ্‌ব অনেক দিনের পরে, থাক্‌গে প'ড়ে অন্য সকল কাজ।"

শেষ না হ'তে স্বামীর সমাদর
চারু এসে কর্‌ল দখল খিল্ লাগিয়ে তারই পাশের ঘর।
অবাক এবং ক্রুদ্ধ হ'য়ে পতি
ভাব্‌তে ভাব্‌তে উঠল রেগে স্ত্রীর এ কাজে অতি
এ কি অসভ্যতা?
এ রাত্তিরে অন্য ঘরে খিল এঁটে এ কেমন রসিকতা?

পতিব্রতা

ধাক্কা মেরে দোরে

লাগ্‌ল পতি কর্‌তে শাসন পত্নীরে সজোরে,

পাতিব্রত্যে সন্দ তাঁহার উঠ্‌ল হঠাৎ জেগে।

অশ্রু-চাপা ভারী গলায় কইল চারু রেগে—

"পুরুষ যদি সন্দ শুধু ক'রে

নিরপরাধ নারীরে এক তাড়ায় গলায় ধ'রে

নারী তবে পারবেনাক' কেন

তোমার মত ব্যভিচারী হেন

স্বামীর সঙ্গ এড়িয়ে এমন চলা?

হোক্ নাকো স্ত্রী যতই অবলা!

পরের পুরুষ এখন তুমি, পতিব্রতার পরপুরুষের ছোঁয়া

লাগতে যে নেই—অটুট শুধু থাকুক হাতের নোয়া।"

গৌড়ের দরবারে
নিবিড় কালো জমাট মেঘের ভারে
থম্ থমে ঘোর বজ্র-গর্ভ আকাশ খানির মত
নিরুদ্ধ শ্বাস পাত্র মিত্র সভ্যবৃন্দ যত
শুন্‌তেছিল দরিদ্র এক নারীর করুণ অশ্রু-সজল কথা—
ভাষায় ভাবে ভঙ্গিমাতে যার চলকে যেন পড়তেছিল ব্যথা।
শঙ্কাতে আর সঙ্কোচে সেই কম্পিত দীপশিখা
কইল নাগরিকা,—
রাজার কুমার কেমন করে' তা'য়
দেখে একা পাতার কুঁড়েয় দীন দরিদ্র দুর্ব্বল নিরুপায়
করল হরণ তাহার পরম নিধি!
সব নারীকেই বিধি
করেছেন যা' দান,
রাজেন্দ্রানী হতে ক্ষুদ্র কুটীরবাসী সবারে সমান।
নত নয়ন আরো নত করে'
রইল খাড়া ধর্ষিতা সে কম্পমতী ভরে।
স্তব্ধ সভাতল—
নিশীথ কালে যেমন নীরব বিপুল মরুস্থল

ক্ষণেক পরে কোটাল কহে—"প্রভু
আমি জানি, এ নয় সতী কভু ;
এ অভিযোগ মিথ্যা, সত্য নয়—
এই কুরূপায় কুমার হবেন আসক্ত যে, কর্‌বে কে প্রত্যয় ?
যাচ্ছে বোঝা বেশ
দারিদ্র্যেরি ক্লেশ
কর্‌তে লাঘব বের করেচে ফন্দী অভিনব—
আজ্ঞা দিউন্ এমন দুষ্টে দূর করে' দি' রাজ্য হ'তে তব।"
টপটপিয়ে পড়্‌তেছিল তপ্ত আঁখি-জল,
ভিজিয়ে নারীর ছিন্ন শাড়ী, ব্যথায় দোদুল উরস্থল।
রামপালদেব রাজা
ভাবতেছিলেন সিংহাসনে বসে'—কারে দিবেন শাজা,
অপরাধী কে ?
কুমার ? কিম্বা এই দুখিনী নারী বাদী যে।
মন্ত্রী কহেন ধীরে—
অর্থ কিছু ভিক্ষা দিউন' যাক্ এ ঘরে ফিরে
পালবংশের কুল-প্রদীপ তরুণ যুবা কুমার—"
শেষ হলো না কথা। খুলে পিছন্ দুয়ার
বেগে সভায় ঢুকলেন এসে অশ্রুমুখী রাণী—
সভয়ে সব সভাসদগণ আসন ছেড়ে দাঁড়াল জোড়পাণি।
রাণী কিছু বল্‌বার আগেই আজ্ঞা দিলেন রাজা—
"এ রাজ্যে যে নারীর মান না রাখে, মৃত্যু তাহার শাজা।"

তড়িত-পৃষ্টের মত

উঠ্‌ল আঁৎকে সভাসদগণ যত।

কহেন রাণী—"প্রভু, কর' অবধান,

লও আগে সন্ধান—"

বল্লেন রাজা হাসি—

"এখনো কি কেউ আছ' অবিশ্বাসী ?

এক বর্ণও মিথ্যা ইহার নয়—

সব শুনেছি, অনেক ভেবে করেছি প্রত্যয়।

এ কলঙ্কের কথা—

কোনো নারীই কোনো লোভে, বলে নাক' যা

আজ্ঞা আমার তাই

নারীর এমন সর্ব্বনাশ যে করে—মৃত্যু শাস্তি তার, উপায় নাই।"

গর্জ্জিলা পাটরাণী—

"এ অবিচার—আমি এ না মানি—"

নম্র ধীর বাণী

কহেন্ রাজা—"শোন,' রাজেন্দ্রানি,

এই সুবিচার, আমি নিরুপায়—

ঘরে চল,' রাজ-সভাতে শোক শোভা না পায়।"

যেতে যেতেও বলে গেলেন রাজা—

"অত্যাচারীর শূলই আসল সাজা।"